BAIO - LEARN TOGETHER

BENGALI MASTERBOOK

UGC NET & WB SET

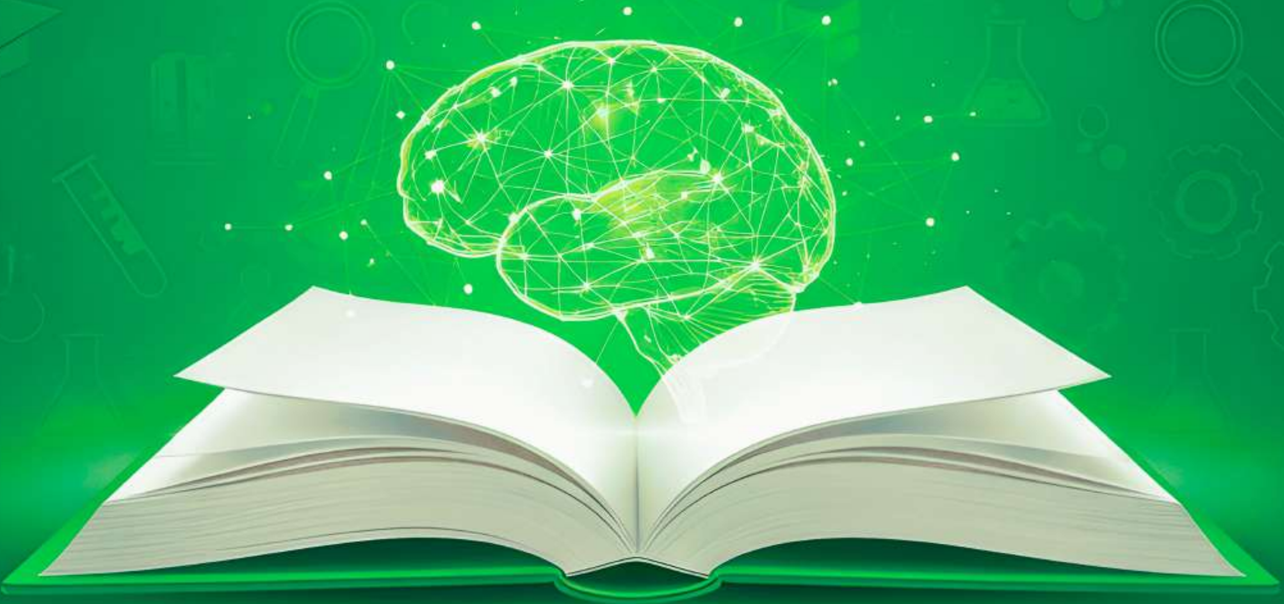

PART-3

Unit III: কাব্য কবিতা | Unit VII: প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্র | Unit VIII: রবীন্দ্রসাহিত্য

বৈশিষ্ট্য - ১
পূর্ণাঙ্গ নোট
প্রতিটি টপিকের ওপর গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা

বৈশিষ্ট্য - ২
স্মার্ট প্রেজেন্টেশন
জটিল তথ্যকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য চার্ট ও পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন।

বৈশিষ্ট্য - ৩
সঠিক সারসংক্ষেপ
প্রতিটি টপিকের পরিচ্ছেদ, দৃশ্য ও অঙ্ক অনুযায়ী দ্রুত রিভিশনের জন্য বিশেষ সামারি।

বৈশিষ্ট্য - ৪
মেমোরি টেকনিক
তথ্য দীর্ঘস্থায়ী করতে গ্রাফ, চার্ট এবং লজিক্যাল পয়েন্ট-ভিত্তিক আলোচনা।

বৈশিষ্ট্য - ৫
PYQ অ্যানালাইসিস
বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের গভীর ব্যবচ্ছেদ এবং সমাধানের সঠিক কৌশল।

বৈশিষ্ট্য - ৬
ট্রেন্ডিং প্রশ্ন
বর্তমান পরীক্ষার ধারা অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য প্রশ্নের সংকলন।

বৈশিষ্ট্য - ৭
Mistake Analysis
ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যেসব ভুল করে, তা এড়াতে প্রতিটি টপিক শেষে বিশেষ সতর্কবার্তা।

বৈশিষ্ট্য - ৮
ইউনিট ডেটা চার্ট
প্রতিটি ইউনিট থেকে বারবার আসা কমন তথ্যগুলোর একটি বিশেষ সংকলিত চার্ট।

UGC NET BENGALI MASTERBOOK by BAIO (PART-3)

[Unit: III কাব্য কবিতা, Unit - VII প্রবন্ধ, রম্যরচনা, আত্মজীবনী ও সাময়িকপত্র, Unit- VIII রবীন্দ্রসাহিত্য]

সম্পাদনা: BAIO Learn Together
ISBN: **978-81-995175-4-7**
কপিরাইট: © BAIO Learn Together, 2026
প্রথম সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০২৬, **দ্বিতীয় সংস্করণ**: মার্চ ২০২৬, **তৃতীয় সংস্করণ**: এপ্রিল ২০২৬, **চতুর্থ সংস্করণ**: সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশনা বিবরণ:
প্রকাশক: BAIO PUBLICATION
বর্ণ সংস্থাপনা ও মুদ্রণ: BAIO
প্রচ্ছদ নকশা: BAIO

বিঃদ্রঃ
এই বইটি UGC NET/SET পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। বইটির কোনো অংশই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে শেয়ার, স্ক্যান, ফটোকপি বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যাবে না। ভারতীয় **Copyright Act, 1957** এবং **সাইবার ক্রাইম আইন** অনুযায়ী, বইটির অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
℗ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright holder.

যোগাযোগ:
BAIO Learn Together
অ্যাপ: BAIO Learn Together
ফোন: +91 912366 9664
ইমেইল: bengaliallione@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bengaliallinone.com
www.book.bengaliallinone.com

℗ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই প্রকাশনার কোনো অংশই প্রকাশক ও কপিরাইট ধারকের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে না।

ISBN: **978-81-995175-4-7**
9 788199 517547

লেখকের কলমে: সাফল্যের পথে একটি মনস্তাত্ত্বিক যাত্রা

প্রিয় সহযাত্রী,

UGC NET বা SET পরীক্ষা কেবল তথ্যের লড়াই নয়, এটি আপনার ধৈর্য এবং মানসিক স্থিরতার এক কঠিন পরীক্ষা। ১০টি ইউনিটের এই সুবিশাল সিলেবাস দেখে অনেক সময় মনে হতে পারে— "আমি কি পারব?"। এই ভীতি দূর করতেই আমাদের এই বিশেষ প্রয়াস। আমরা বিশ্বাস করি, সাহিত্য কেবল পড়ার বিষয় নয়, তা অনুভবের বিষয়। তাই আপনার মস্তিষ্কের ওপর চাপ (Cognitive Load) কমাতে আমরা সম্পূর্ণ সিলেবাসকে ৩টি খণ্ডে এমনভাবে ভাগ করেছি যাতে প্রতিটি ধাপে আপনি 'কঠিন' ও 'সহজ' বিষয়ের এক নিখুঁত ভারসাম্য পান।

- **ভিত্তি ও আখ্যান (খণ্ড ১):** শুরুতেই আমরা রেখেছি ভাষার বিবর্তন এবং কাব্যতত্ত্বের দর্শনকে। এগুলো সাহিত্যের 'গণিত', যা আপনার স্কোর বাড়াতে সাহায্য করবে। আর এই জটিলতার মাঝে ক্লান্তি কাটাতে সাথী হবে উপন্যাস ও নাটকের কালজয়ী গল্পগুলো।
- **ঐতিহ্য ও কারিগরি (খণ্ড ২):** চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বিশাল ইতিহাসের সাথে আমরা যুক্ত করেছি ছন্দ-অলংকারের ব্যাকরণ। এই খণ্ডটি আপনাকে সাহিত্যের শেকড়ে নিয়ে যাবে, যেখানে ছোটগল্পের বৈচিত্র্য আপনার পড়াশোনার গতি ধরে রাখবে।
- **আধুনিকতা ও রবীন্দ্র-ভুবন (খণ্ড ৩):** সবশেষে আমরা রেখেছি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে এবং আধুনিক কবিতা ও প্রবন্ধের মননশীল জগতকে। এটি আপনার প্রস্তুতির চূড়ান্ত ও গভীরতম পর্যায়।

মনে রাখবেন: সাফল্য তাদের কাছেই ধরা দেয় যারা পরাজয়কে ভয় পায় না। কোনো একটি টপিক কঠিন মনে হলে আমাদের দেওয়া **'মেমোরি টেকনিক'** ব্যবহার করুন কিংবা **'নিখুঁত সারসংক্ষেপ'** দেখে দ্রুত ধারণা নিন। আমাদের **'Mistake Analysis'** আপনাকে প্রতিটি ভুল থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করবে।

আপনার প্রতিটি ছোট পদক্ষেপ আপনাকে JRF-এর সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে বিশ্বাস করুন, নিয়মিত রিভিশন দিন এবং সাহিত্যের প্রতিটি পংক্তিকে আপন করে নিন।

BAIO - Learn Together পরিবার আপনার এই স্বপ্নপূরণের যাত্রায় সবসময় আপনার পাশে আছে। চলুন, একসাথে এই জয় সুনিশ্চিত করি।

শুভকামনা ও ভালোবাসাসহ, **টিম** BAIO

☑ কী করবেন (Success Dos)

প্রস্তুতির সময় এই কাজগুলো আপনাকে ভিড়ের থেকে আলাদা করবে:

- **PYQ-এর পোস্টমর্টেম:** বিগত বছরের প্রশ্ন কেবল সমাধান করবেন না, বিশ্লেষণ করুন। কোনো প্রশ্নের উত্তর 'ক' হলে বাকি তিনটি অপশন কেন হলো না বা সেগুলো কোন টপিকের—তা খুঁজে বের করুন।
- **টেকনিক্যাল ইউনিট আগে শেষ করা:** ভাষাতত্ত্ব (Unit 1), ছন্দ-অলংকার (Unit 9) এবং কাব্যতত্ত্ব (Unit 10)-এর মতো জটিল বিষয়গুলো আগে শেষ করুন কারণ এগুলো পুরোপুরি নম্বর তুলে দেয়।
- **সারাংশ ও চার্ট তৈরি:** দীর্ঘ উপন্যাসের জন্য আমাদের বইয়ের দেওয়া **'নিখুঁত সারসংক্ষেপ'** এবং চরিত্র-সাল-তারিখের জন্য **'ইউনিট ডেটা চার্ট'** নিয়মিত রিভিশন দিন।
- **মক টেস্ট ও টাইম ম্যানেজমেন্ট:** ঘড়ি ধরে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস করুন। অনেক সময় জানা প্রশ্নও সময়ের অভাবে ছেড়ে আসতে হয়।

✕ কী করবেন না (Critical Don'ts)

এই ভুলগুলো অনেক মেধাবী ছাত্রকেও পিছিয়ে দেয়:

- **কঠিন বিষয় এড়িয়ে চলা:** "ভাষাতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব কঠিন লাগছে, ওটা বাদ দিই"—এই চিন্তাটাই সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। মনে রাখবেন, আপনার কাছে যা কঠিন, অন্যের কাছে সেটিই নম্বর বাড়ানোর সুযোগ।
- **অতিরিক্ত মেটেরিয়াল সংগ্রহ:** দশটি পাবলিকেশনের বই না পড়ে একটি ভালো **'মাস্টারবুক'** দশবার রিভিশন দেওয়া অনেক বেশি কার্যকরী।
- **টেক্সট না পড়ে গাইড বই পড়া:** সিলেবাসে দেওয়া মূল টেক্সটগুলো (যেমন: নাটক বা প্রবন্ধ) পড়ার কোনো বিকল্প নেই। গাইড বই কেবল আপনার প্রস্তুতিকে সংহত করে।
- **শেষ মুহূর্তের জন্য নতুন টপিক রাখা:** পরীক্ষার এক মাস আগে নতুন কিছু পড়তে যাবেন না। যা পড়েছেন তাই বারবার ঝালিয়ে নিন।

💡 BAIO টিপস (সাফল্যের গোপন কৌশল)

"প্রস্তুতির সময় নিজেকে একজন গবেষকের মতো ভাবুন, কেবল পরীক্ষার্থী নয়। যখন আপনি চর্যাপদের ভাষা বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের দর্শন নিয়ে নিজে প্রশ্ন করতে শিখবেন, তখনই বুঝবেন আপনার প্রস্তুতি সঠিক পথে আছে।"

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

সূচি

খণ্ড ৩: আধুনিক মনন ও রবীন্দ্র-ভুবন

Unit: III: কাব্য কবিতা

কবি	টপিক (কবিতার নাম)	পৃষ্ঠা	Preparation Tracker আপনার অগ্রগতির হিসাব রাখতে এই ছকটি ব্যবহার করুন					
			T	N	V	M	P	R.
ঈশ্বরগুপ্ত	তত্ত্ব, বড়দিন, স্নানযাত্রা, পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠা-পুলি	৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মধুসূদন	মেঘনাদবধকাব্য	১৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিহারীলাল	সাধের আসন	৩১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
কামিনী রায়	প্রণয় বাধা, সেকি? চন্দ্রপীড়ের জাগরণ, সুখ, দিন চলে যায়	৫১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
নজরুল	বিদ্রোহী, আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, সর্বহারা, আমার কৈফিয়ৎ, পুজারিণী, সব্যসাচী	৫৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
জীবনানন্দ	বোধ, হায় চিল, সিন্ধুসারস, শিকার, গোধূলিসন্ধ্যায় নৃত্য, রাত্রি	৭৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিষ্ণু দে	ঘোড়সওয়ার, প্রাকৃত কবিতা, জল দাও, ২৫ শে বৈশাখ, দামিনী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, গান	৮৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সুধীন্দ্রনাথ	জেসন, সংবর্ত, যযাতি	৯৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অমিয় চক্রবর্তী	ঘর, চেতন স্যাকরা, বড়োবাবুর কাছে নিবেদন, সংগতি, বিনিময়	১০২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সমর সেন	মেঘদূত, মহুয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী, মুক্তি	১০৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	প্রস্তাব: ১৯৪০, মিছিলের মুখ, ফুল ফুটুক না ফুটুক, যেতে যেতে, পাথরের ফুল, কাল মধুমাস	১১৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
শক্তি চট্টো.	অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, আনন্দভৈরবী, অবনী বাড়ি আছো, চাবি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	১২৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
কবিতা সিংহ	রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত, প্রেম তুমি, আন্তিগোনে, গর্জন সন্তুর, হরিণী বৈরী	১৩৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit - VII: প্রবন্ধ ও সাময়িকপত্র

লেখক / মাধ্যম	টপিক (প্রবন্ধ বা পত্রিকার নাম)	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVI.
রামমোহন রায়	সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ : প্রথম প্রস্তাব	১৪৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বঙ্কিমচন্দ্র	মনুষ্যফল	১৪৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বড়বাজার	১৪৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বিদ্যাপতি ও জয়দেব	১৫২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা	১৫৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা	১৫৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বিবেকানন্দ	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	১৫৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বঙ্গীয় যুবক ও তিনকবি	১৬৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নতুন কথ গড়া	১৭০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বাঙ্গালা ভাষা	১৭৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
রামেন্দ্রসুন্দর	সৌন্দর্য্য তত্ত্ব	১৭৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সুখ না দুঃখ?	১৮১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	অতিপ্রাকৃত- ১ম প্রস্তাব	১৮৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নিয়মের রাজত্ব	১৮৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
প্রমথ চৌধুরী	ভারতচন্দ্র	১৯১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বইপড়া	১৯৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	মলাট সমালোচনা	১৯৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা	২০১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সাহিত্যে অশ্লীলতা আলঙ্কারিক মত	২০৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

অবনীন্দ্রনাথ	শিল্পে অনধিকার	২০৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	শিল্পে অধিকার	২১০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	দৃষ্টি ও সৃষ্টি	২১২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সৌন্দর্য্যের সন্ধান – (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী)	২১৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
অন্নদাশঙ্কর	জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	২১৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ভারত সংস্কৃতির স্বরূপ	২২২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পারিবারিক নারীসমস্যা	২২৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
বুদ্ধদেব বসু	রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক	২২৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	রামায়ণ	২৩২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	উত্তর তিরিশ	২৩৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে	২৩৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পুরানা পল্টন	২৪২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আবু সয়ীদ	অমঙ্গলবাধ ও আধুনিক কবিতা	২৪৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সুন্দর ও বাস্তব	২৫০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ভূমিকা: আধুনিক বাংলা কবিতা (পথের শেষ কোথায়)	২৫২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
রাসসুন্দরী	আমার জীবন	২৫৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
সাময়িকপত্র	তত্ত্ববোধিনী	২৬৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বঙ্গদর্শন	২৬৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	প্রবাসী	২৭১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সবুজ পত্র	২৭২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	কল্লোল	২৭৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Unit- VIII: রবীন্দ্রসাহিত্য

বিভাগ	টপিক / টেক্সট	পৃষ্ঠা সংখ্যা	Preparation Tracker					
			TEXT	NOTE	VIDEO	MOCK	PYQ	REVI.
কাব্য	চিত্রা কাব্য	২৭৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পুনশ্চ কাব্য	২৯৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নবজাতক কাব্য	৩০৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
উপন্যাস	ঘরে-বাইরে	৩৩২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	চতুরঙ্গ	৩৪৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ছোটগল্প	নিশীথে	৩৫৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	দূরাশা	৩৬২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	স্ত্রীর পত্র	৩৬৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	হৈমন্তী	৩৭০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ল্যাবরেটরী	৩৭২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
নাটক	অচলায়তন	৩৭৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	মুক্তধারা	৩৮৭	☐	☐	☐	☐	☐	☐
প্রবন্ধ	মেঘদূত (প্রাচীন সাহিত্য)	৩৯৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	ছেলেভুলানো ছড়া ১ (লোকসাহিত্য)	৪০০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বঙ্কিমচন্দ্র (আধুনিক সাহিত্য)	৪০৫	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	তথ্য ও সত্য	৪০৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	বাস্তব	৪০৯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সাহিত্যের নবত্ব	৪১১	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	আধুনিক কাব্য (সাহিত্যের পথে)	৪১২	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	সাহিত্যের তাৎপর্য (সাহিত্য)	৪১৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	মনুষ্য	৪১৬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	নরনারী (পঞ্চভূত)	৪১৮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	পল্লীপ্রকৃতি- ১	৪২০	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ভ্রমণসাহিত্য	জাপানযাত্রী	৪২৩	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আত্মজীবনী	জীবনস্মৃতি	৪৩৪	☐	☐	☐	☐	☐	☐

BAIO Learn Together

BAIO - LEARN TOGETHER

STUDY | PRACTICE | GROW TOGETHER

LITERATURE CREATES A BRIGHTER MIND

UGC NET & WB SET
BENGALI
MASTERBOOK
(PART - 3)

পড়া ভাবা জানার আনন্দে একসাথে

অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহ

- **III** — Unit III: কাব্য কবিতা (ঈশ্বরগুপ্ত থেকে আধুনিক কবিতা)
- **VII** — Unit VII: প্রবন্ধ, রম্যরচনা, আত্মজীবনী ও সাময়িকপত্র
- **VIII** — Unit VIII: রবীন্দ্রসাহিত্য (কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ)

কী-ফিচার্স

- কাব্য-কবিতার পঙ্ক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও ক্রমবিন্যাস
- মেঘনাদবধ কাব্য ও সধের আসনের সম্পূর্ণ পোস্টমর্টেম
- রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসের স্মার্ট ডেটা চার্ট
- প্রবন্ধ ও সাময়িকপত্রের সম্পাদক-সাল-পটভূমি মাস্টার টেবিল
- সংলাপ-চরিত্র মেলবন্ধন ও সাম্প্রতিক NTA PYQ Insight
- অধ্যায়ভিত্তিক কুইক প্রিপারেশন ট্র্যাকার

BAIO PUBLICATION

9123669664

পাঁটা

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।।
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা জননী তোমার।
উদরে তোমার ধরে ধন্য গুণ তার।।
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান।।
ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচাল দক্ষের প্রাণ নিজ মুন্ডা দিয়া।।
চাঁদমুকে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ।।
সে সময়ে অপরূপ মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টিমাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা।।
স্বর্গ এক উপসর্গ ফল তাহে কলা।
দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তার গলা।।
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ সুঁকে।।
শুধু যায় পেট ভ'রে পাটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা।।
শাদা কাল কটা রূপ বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে।।
মহিমায় নাম ধর শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায় সকল বিষাদ।।
জ্বাল দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয় বাটনার কালে।।
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লয়ে।
হাড় শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে।।
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।।
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদন-হত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত।।
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা।।
দেখিয়া ছাগের গুণ করে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্।।
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান।।
হোটেল বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্।।
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কুর্ম্ম মীন হয়ে।।
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে ?
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে।।
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয় ?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়।।
এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয়।

• **রাড়ি:** বিধবা নারী।
• **রিপুর পঞ্চম ভোগ:** কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর মাধ্যমে ভোগ (শাক্তমতে ব্যঙ্গাত্মক)। • **মুক্তিস্নান:** মোক্ষ লাভের স্নান।

গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তি
• ***গুণে বলি হারি যাই/সাধু সাধু সাধু ভাই/ধরাবাসী যত ধুতি পরা।***
• **চরণে বিলাতি জুতি,/পরিলেন ধোপ ধুতি/হরিলেন পৈতৃক তসর।**
• **ফুলায়ে বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,/হাতি কিনে হয়ে বসে ভূপ।।**
• **সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ, আদ্য তার করে সহকার।।**
• **ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান/করিয়া বিভুর ধ্যান,/ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই।**

পরিপাটি খান কষে কষে।
পূর্ণ হল ইচ্ছা যেটা   স্নান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাঁই বসে।
লম্পট যুবক যারা   বীচ করে ফেরে তারা
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙে।
যেখানে * *   সেইখানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে।
আমি যে অভাগা অতি,   স্বভাবত ক্ষীণমতি,
কোনোকালে মাহেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান   করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই।

দ্রষ্টব্য
মাতুল নন্দনদের **ধনের কুবের** বলা হয়েছে। **কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি** করে ভিড়ে লোক অরণ্য তৈরি হয়েছে।

পাঁটা

কবিতা সংক্রান্ত তথ্য (প্রকাশনা ও বাহ্যিক)
• কবিতাটি **খাদ্য বিষয়ক কবিতা**।
• মোট **১২৪টি লাইন**।
• কবি জলপথে ভ্রমণ করতে গিয়ে কবিতাটি লেখেন।
• পাঁটার বর্ণনা: মুখ **চাঁদের মতো**, চাপ দাড়ি, শৃঙ্গ খাড়া, **খোপ খোপ লোম**।
• পাঁটার জননীকে **স্বর্ণকুকী** (উত্তম রত্ন ধারণকারী) বলা হয়েছে।
• **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** তাঁর 'সর্ব্বশী' কবিতায় পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন (রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র প্যারোডি মনে করা হয়)।
• ত্রিতাপ বলতে **জরা, মৃত্যু ও ব্যধিকে** বোঝানো হয়েছে।

কবিতার সারমর্ম
কবিতাটি ছাগল বা পাঁঠার গুণকীর্তনমূলক, ব্যঙ্গাত্মক স্তুতি। এটি মূলত পাঁঠার মাংসের প্রতি কবির আসক্তি, যা ধর্মীয় ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।
◇ **পাঁঠা: ত্রাতা ও মহাপ্রসাদ:** ছাগল ত্রিতাপ থেকে ত্রাণ করে (দক্ষের প্রাণ বাঁচিয়েছিল) এবং এটি **শ্রীমহাপ্রসাদ** নামে পরিচিত।
◇ **দৈব মাহাত্ম্য ও ব্যঙ্গ:** পাঁঠার গুণ দেখে স্বয়ং ভগবান **বরাহ রূপ** ধারণ করেছিলেন, যদিও যবন ও হিন্দুরা বরাহকে অপমান করলেও ইংরেজরা **হ্যাম** নামে তার মান রেখেছে। দক্ষের দুহিতা সতী পরম বৈষ্ণবী হয়েও ছাগমাংস-রক্তে মোহিতা।
◇ **উপযোগিতা:** পাঁঠার চামড়া থেকে **নানা বাদ্যযন্ত্র** (ঢাক, খোল, তবলা ইত্যাদি) তৈরি হয়, যা শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ প্রচারে ব্যবহৃত হয়।

ঘটনাপ্রবাহের ক্রম
◇ পাঁঠাকে **রসভরা রসময় রসের ছাগল** বলে সম্বোধন।
◇ তার জননীকে স্বর্ণকুঁকী বলে স্তুতি ও ত্রিতাপ থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা বর্ণনা। ◇ পাঁঠার বাহ্যিক বর্ণনা (চাঁদমুখ, চাপ দাড়ি, শৃঙ্গ)।
◇ পাঁঠার মাংস খাওয়া স্বর্গের মতো আনন্দ দেয়।
◇ পাঁঠার **ভ্যা ভ্যা রব** শুনে সাত পাত ভাত মারার কথা।
◇ পাঁঠার গুণ দেখে ভগবানের বরাহ রূপ ধারণ, কিন্তু তাঁর অপমানিত হওয়া ও কূর্ম-মীন হয়ে লুকিয়ে থাকা।
◇ পাঁঠার মাংস (পঞ্চ) ভক্ষণ করলে রিপু জয় হয়।
◇ দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ টেনে সতী (দক্ষের দুহিতা) কীভাবে কালীঘাটে পাঁঠার বলিদান গ্রহণ করেন, তার বর্ণনা।
◇ এক জন্মে মাংস দিয়ে অন্য জন্মে হালদার ঘরে জন্ম নিয়ে মাংস খাওয়া।
◇ যারা পাঁঠার মাংস অপছন্দ করে, তাদের উপর ব্যঙ্গ ও প্রতিশোধের ঘোষণা।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

◇ পাঁঠার চামড়া থেকে তৈরি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ।

◇ কবিতাটি পাঠ করলে **সাতান্ন পুরুষ স্বর্গে যাবে** - এই বলে শেষ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও শব্দার্থ

- **স্বর্ণকুঁকী:** উত্তম রত্ন বা গুণ ধারণকারী গর্ভ।
- **ত্রিতাপেতে:** জরা, মৃত্যু ও ব্যাধি এই তিন তাপ থেকে।
- **শ্রীমহাপ্রসাদ:** বলি দেওয়া ছাগলের মাংস।
- **বরাহরূপ:** শূকর রূপ (বিষ্ণুর অবতার)।
- **হ্যাম:** শুকরের মাংসের ইংরেজি নাম।
- **তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ:** ছটি রিপুর মধ্যে পাঁচটিকে বাদ দেওয়া (পাঁঠার মাংস খাওয়া)।
- **কলির দেবল:** কলিযুগের পূজারী বা ব্রাহ্মণ।
- **ছাগ-নাদী:** ছাগলের বিষ্ঠা (ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকার)।
- **হাড়িকাষ্ঠে:** যে কাঠে জীব বলি দেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তি

- *রস ভরা রসময় রসের ছাগল।/তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।।*
- ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।/বাঁচাল দক্ষের প্রাণ নিজ মুন্ডা দিয়া।।
- যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।।
- দেখিয়া ছাগের গুণ করে অভিমান।/হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্।।
- পাঁটামাংস খেতে খেতে বিছানায় মরি।।
- বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা ব'লে।/সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চ'লে।।

দ্রষ্টব্য

ঈশ্বর গুপ্ত যাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করেছেন: কালীঘাটের মা কালী, ছাগ প্রসবিনী, কালীঘাটে যারা ডালি বেচে, কর্মকার (খাঁড়া প্রস্তুতকারী)। পচা গন্ধে অস্থির হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জলে **কূর্ম, মীন** হয়ে বাস করেন।

এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচেরে করিলে হারে রিপু রিপু নয়।।
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি।।
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাঁটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া, চাটি ক'রে চাটি।।
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে।।
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক লক লোলো লোলো জিব হয় লালু।।
সাবাস সাবাস রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা।।
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে।
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হত আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে।।
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।।
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে।।
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্ষে তিনি সদাই মোহিতা।।
ছালে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হয়ে।।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খন্ড খন্ড হয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে।।
প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা হালদার ঘরে।।
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায়।।
প্রণমামি মা কালিকা, তোমার চরণে।
পেট ভরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে।।
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি।।
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া।।
এমন সুখে ছাগে কর যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ।।
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা।।
নামাবলী বহির্বাস নিয়া করতলে।
ভাল ক'রে ছোপাইব রুধিরের জালে।।
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশুভাব।।
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী।।
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া।।
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাংস খেতে খেতে বিছানায় মরি।।
তাহাতেই মুক্তি লাভ যুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার।।
হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্রে কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা।।
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সুখে চিত্র করি।।
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা।।
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ বাজে তালে তালে।।
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল।।
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল।।
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে।।
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে।।
হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাঙ ছ্যাডাঙ।।
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিয়ে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা।।
ভ্রমণে যে ভবোদয় নদ-নদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে।।
প্রতিদিন প্রাতে উঠি করে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন।।
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা ব'লে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চ'লে।।

এণ্ডাওয়ালা তপসী মাছ / তপসে মাছ

কবিতা সংক্রান্ত তথ্য (প্রকাশনা ও বাহ্যিক)

- কবিতাটি **খাদ্য বিষয়ক কবিতা**।
- **১০৮টি লাইন**।
- শিরোনামের পাঠান্তর: **'এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ'** (বঙ্কিম সম্পাদিত গ্রন্থ), **'এন্ডওয়ালা তপস্যা মাছ'**, এবং **'তপসী মাছ'**।
- প্রকাশকাল: **৩১ জৈষ্ঠ্য ১২৫৬ বঙ্গাব্দ**।

মেঘনাদবধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কাব্য সংক্রান্ত তথ্য, প্রকাশনা সংক্রান্ত এবং বাহ্যিক তথ্য

তথ্য	বিবরণ
কবি পরিচিতি	মাইকেলের জন্ম: **১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি**, অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা: রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা: জাহ্নবী দেবী।
ধর্মান্তর	**১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি** মিশন রো-এ ওল্ড মিশন চার্চে আর্চডিকন ডিয়াল্ট্রি কর্তৃক তিনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন।
মাদ্রাজ যাত্রা	১৮৪৮ সালের গোড়ার দিকে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে মাদ্রাজে চলে গেলেন।
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন	১৮৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতায় আসেন।
ব্যারিস্টারি	**৯ জুন ১৮৬২ সালে** তিনি ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ব্যারিস্টারি শিখবার জন্য। ১৮৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন।
সম্পাদনা	১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কিছুদিন তিনি *Hindu patriot* পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন।
মৃত্যু	১৮৭৩ সালের ২৬ জুন স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর দুই দিন পর **২৯ জুন রবিবার বেলা দুইটায়** তিনি মৃত্যুবরণ বরণ করেন।
প্রথম কাজ	কাব্য সাহিত্যে তাঁর প্রথম দান—***তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য***। তাঁর প্রথম নাটক—***শর্মিষ্ঠা*** (১৮৫৮ সালে প্রকাশিত)।
কাব্যের রস	মেঘনাদবধ কাব্য-এর প্রধান রস—**করুণরস**।
কাব্যের প্রকৃতি	এটি **অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য**।
সর্গ সংখ্যা	কাব্যটি **৯টি সর্গে বিভক্ত**। কাব্যের **দীর্ঘতম সর্গ হলো অষ্টম সর্গ**।
প্রকাশকাল	**১৮৬১ সালে** দুই খণ্ডে প্রকাশিত: *প্রথম খণ্ড*—জানুয়ারি মাসে (১- ৫ সর্গ); *দ্বিতীয় খণ্ড*—ঐ বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত (৬-৯ সর্গ)।
মূল আখ্যায়িকা	বাল্মীকির রামায়ণ থেকে গৃহীত।
মূল বর্ণনীয় বিষয়	**রামানুজ লক্ষণ কর্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন**।
সূচনা রীতি	প্রাচ্যের স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের রীতি পরিত্যাগ করে কবি বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গেয়েছেন। তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছেন—**হোমার, ভার্জিল, মিল্টন** প্রমুখের থেকে।
অন্যান্য কাব্য/নাটক	*মেঘনাদবধকাব্য* রচনার সময় মধুসূদন ***ব্রজাঙ্গনাকাব্য*** ছাপাতে দিয়েছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য-এর দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সর্গ রচনার মাঝে তিনি ***কৃষ্ণকুমারী*** নাটক রচনা করেন।
উৎসর্গ	কাব্যটি **দিগম্বর মিত্রকে** উৎসর্গ করা হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে এই উৎসর্গ পত্র বর্জন করা হয়।
সম্পাদনা/টীকা	অখন্ড মেঘনাদবধ কাব্য-এর প্রথম সম্পাদক হলেন **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষিপ্ত টীকা দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশিত হয়।
মুখবন্ধ	মুখবন্ধের শেষে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির উদ্ধৃতি আছে। প্রচ্ছদ পত্রে কালিদাসের ***রঘুবংশম্***-এর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।
কালগত বিস্তার	কাব্যে বর্ণিত ঘটনার কালগত বিস্তার **তিন দিন দু'রাত্রি**।
প্যারোডি	**জগবন্ধু ভদ্র** *ছুছুন্দরীবধ কাব্য* নামে এর প্যারোডি রচনা করেন।

- **বাংলা সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টি--**

কাব্য	কবিতাবলী	গদ্য রচনা	নাটক ও প্রহসন
➢ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ➢ মেঘনাদবধ কাব্য ➢ ব্রজাঙ্গনা কাব্য ➢ বীরাঙ্গনা কাব্য	➢ চতুর্দশপদী কবিতাবলী ➢ নানা কবিতা	➢ হেকটর বধ। ➢ একটি বক্তৃতা	➢ শর্মিষ্ঠা নাটক ➢ একেই কি বলে সভ্যতা ➢ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ➢ পদ্মাবতী নাটক ➢ মায়া কানন

মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গ বিভিন্ন সর্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যে সমস্ত কবির প্রভাব পড়েছে-

সর্গ	নাম	প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভাব
প্রথম সর্গ	অভিষেক	কৃত্তিবাস, মিল্টন, হোমার, ভার্জিল
দ্বিতীয় সর্গ	অস্ত্রলাভ	হোমার, কালিদাস
তৃতীয় সর্গ	সমাগম	কাশীরাম দাস, ট্যাসো, ভার্জিল, হোমার
চতুর্থ সর্গ	অশোকবন	বাল্মীকি, ভবভূতি
পঞ্চম সর্গ	উদ্যোগ	কাশীরাম দাস, ট্যাসো, মিল্টন, হোমার
ষষ্ঠ সর্গ	বধ	হোমার
সপ্তম সর্গ	শক্তিনির্ভেদ	বাল্মীকি, হোমার

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

অষ্টম সর্গ	প্রেতপুরী	ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম
নবম সর্গ	সংস্ক্রিয়া	হোমার

কাব্যের সারমর্ম

◇ **প্রথম সর্গ: অভিষেক** কবি **সরস্বতীকে বন্দনা** করে কাব্যযাত্রা শুরু করেন। **বীরবাহুর** মৃত্যু সংবাদে লঙ্কাপুরী শোকাবহ হয়। **চিত্রাঙ্গদা** রাজসভায় এসে শোক প্রকাশ করে রাবণের প্রতি অভিযোগ করেন। রাবণ রণসজ্জা শুরু করেন। দেবী **রমা (প্রভাসা** রাক্ষসীর রূপে) **মেঘনাদকে** লঙ্কাপুরীর সংবাদ দেন। মেঘনাদ লঙ্কাপুরীতে এসে **নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে** পুজো দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাবণ মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।

◇ **দ্বিতীয় সর্গ: অস্ত্রলাভ** স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় **লক্ষ্মী (রমা)** মেঘনাদের পরাক্রমের কথা বলে **বৈদেহীনাথের (রামের) মৃত্যুর উপায় খুঁজতে** আসেন। রমার কথায় ইন্দ্র শচী, উমা, কামদেব এবং অবশেষে **শিবের** কাছে যান। শিবের পরামর্শে ইন্দ্র **মায়াদেবীর** কাছে যান। মায়াদেবী মেঘনাদ বধের **দেব-অস্ত্র** ইন্দ্রের কাছে অর্পণ করেন। ইন্দ্র **চিত্ররথ** কর্তৃক রামের কাছে সেই অস্ত্র পাঠান এবং জানান যে মায়াদেবী অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল বলে দেবেন।

◇ **তৃতীয় সর্গ: সমাগম** ইন্দ্রজিতের স্ত্রী **প্রমীলা (দানব নন্দিনী)** স্বামীর বিরহে অস্থির হয়ে **বীরাঙ্গনা বেশে** লঙ্কাপুরীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে পশ্চিম দুয়ারে পৌঁছান, যেখানে **হনুমান** পাহারায় ছিল। প্রমীলার দূত **নৃমুণ্ডমালিনী** রামের শিবিরে যুদ্ধ প্রস্তাব দেয়। **রামচন্দ্র** যুদ্ধ না করে প্রমীলাকে লঙ্কায় যাওয়ার অনুমতি দেন। প্রমীলা মেঘনাদের সঙ্গে মিলিত হন। স্বর্গবাসীরা ভীত হলে **দুর্গা** সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি পরদিন প্রমীলার শক্তি হরণ করে নেবেন।

◇ **চতুর্থ সর্গ: অশোকবন** কবি **বাল্মীকি, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, কালিদাসকে** স্মরণ করেন। লঙ্কাবাসী ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ বধের আশায় উৎসবে মত্ত। বন্দিনী **সীতা** অশোকবনে **বিভীষণ-পত্নী সরমার** সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সীতা সরমাকে তার বনবাস, সূর্পণখার কাণ্ড এবং রাবণ কর্তৃক বন্দী হওয়ার কথা জানান। দেবী **বসুন্ধরা** স্বপ্নে সীতাকে দেখা দিয়ে **লঙ্কাপুরীর বিনাশের** সংবাদ দেন।

◇ **পঞ্চম সর্গ: উদ্যোগ** ইন্দ্রের অনুরোধে **মায়াদেবী** লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। মায়াদেবী স্বপ্নদেবীর মাধ্যমে **সুমিত্রার বেশে** লক্ষ্মণকে স্বপ্নে **চণ্ডীর মন্দিরে** পুজো দিতে নির্দেশ দেন। লক্ষ্মণ রামের অনুমতি নিয়ে চণ্ডীর মন্দিরে যাত্রা করেন। পথে **শিব** (চন্দ্রচূড়) তাঁকে চণ্ডীর কাছে যাবার অনুমতি দেন। চণ্ডীর পুজো করার পর **মহামায়া** লক্ষ্মণকে দেখা দেন এবং **নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে** গিয়ে মেঘনাদ বধের পরামর্শ দিয়ে অদৃশ্য হওয়ার বর দেন। এরপর মেঘনাদ-প্রমীলা মাতা **মন্দোদরীর** সাথে দেখা করতে আসেন। মন্দোদরী মেঘনাদকে যুদ্ধে যেতে দিলেও **প্রমীলাকে নিজের কাছে রেখে দেন**।

◇ **ষষ্ঠ সর্গ: বধ** রামচন্দ্র প্রথমে মহাপরাক্রমশালী মেঘনাদের কাছে লক্ষ্মণকে যেতে বারণ করেন। কিন্তু **সরস্বতী** এসে দেবাজ্ঞা পালনের কথা বললে রাম লক্ষ্মণকে দেব-অস্ত্রে সাজিয়ে দেন। লক্ষ্মণ ও **বিভীষণ** অদৃশ্যভাবে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করেন। **নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে** অরিন্দম শিবের পুজোয় **নিরস্ত্র** ছিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে **কাপুরুষের মতো পিছন থেকে** হত্যা করেন। মেঘনাদ এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে তিরস্কার করেন।

◇ **সপ্তম সর্গ: শক্তি নির্ভেদ** শিব মেঘনাদের মৃত্যুতে দুঃখিত হলে, তিনি **বীরভদ্রকে** ছদ্মবেশে রাবণকে মৃত্যুর খবর দিতে পাঠান। রাবণ শোকে রণসাজে সজ্জিত হন। তিনি একে একে **কার্তিক (স্কন্দ), ইন্দ্র**, রাম, হনুমান, সুগ্রীবকে পরাস্ত করেন। রাবণ **মহাশক্তি অস্ত্রে** লক্ষ্মণকে আঘাত করলে লক্ষ্মণ জ্ঞান হারান। শিবের আদেশে বীরভদ্র রাবণকে ভুল সংবাদ দিয়ে লঙ্কায় ফিরিয়ে আনেন।

◇ **অষ্টম সর্গ: প্রেতপুরী** লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামচন্দ্র শোকার্ত হলে দুর্গার অনুরোধে শিব **মহামায়াকে** রামের কাছে পাঠান। মহামায়া রামকে সশরীরে **প্রেতপুরীতে** যেতে বলেন। রাম বৈতরণী পার হয়ে নরকের শাস্তি (রৌরব, কুম্ভীপাক) দেখেন। তিনি **বালি, জটায়ু,** এবং তাঁর পূর্বপুরুষ **দিলীপ** ও **সুদক্ষিণার** সাক্ষাৎ পান। **দশরথ** রামকে **গন্ধমাদন পর্বত** থেকে **বিশল্যকরণী হেমলতা** আনতে **হনুমানকে** পাঠানোর আদেশ দেন।

◇ **নবম সর্গ: সংস্ক্রিয়া** লক্ষ্মণের প্রাণ ফিরে পাওয়ার সংবাদে রামসৈন্য উল্লাস করে। রাবণ মন্ত্রী **সারণকে** রামের কাছে **সাত দিনের যুদ্ধবিরতি** চেয়ে পাঠান **মেঘনাদের সৎকারের** জন্য। রাম তাতে সম্মতি দেন। সীতা অশোকবনে সরমার কাছে মেঘনাদ-প্রমীলার খবর শুনে নিজেকে দোষী মনে করলে সরমা সান্ত্বনা দেয়। রাবণ প্রমীলাকে নিয়ে **পশ্চিম দ্বার দিয়ে** মেঘনাদের সৎকার্য সম্পন্ন করতে যান। **প্রমীলা মেঘনাদের সাথে সহমরণে যান**। শিবের আদেশে **অগ্নিদেব** মেঘনাদ-প্রমীলাকে **স্বর্গলোকে** নিয়ে যান। শেষে চিতাস্থলে লক্ষ **রক্ষঃশিল্পী মিলে স্বর্ণ পাটকেল** দ্বারা মঠ নির্মাণ করেন। লঙ্কা সাত দিন বিষাদে কাঁদে।

ঘটনাপ্রবাহের ক্রম

মেঘনাদবধ কাব্য-এর ঘটনা তিন দিন ও দুই রাত্রের (২য় সর্গ থেকে ৮ ম সর্গ পর্যন্ত) মধ্যে ঘটেছে।

পর্ব	দিন ও কাল	প্রধান ঘটনাপ্রবাহ
প্রথম সর্গ (অভিষেক)	প্রথম দিন, দুপুর	◇ বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণের শোক ও রণসজ্জা --> রমা কর্তৃক মেঘনাদকে সংবাদ দান --> মেঘনাদের অভিষেকের প্রস্তুতি।
দ্বিতীয় সর্গ (অস্ত্রলাভ)	প্রথম দিন, গোধূলি/রাত	◇ স্বর্গে রমা কর্তৃক ইন্দ্রকে মেঘনাদ বধের উপায় খোঁজা --> শিবের নির্দেশ --> মায়া দেবীর পরিকল্পনা --> চিত্ররথ কর্তৃক লক্ষ্মণের কাছে দেব-অস্ত্র প্রেরণ।
তৃতীয় সর্গ (সমাগম)	প্রথম রাত (নিশা)	◇ প্রমীলার বিরহ ও বীরাঙ্গনা রূপে লঙ্কায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত --> হনুমানের সাথে বিবাদ --> রামের অনুমতি লাভ --> মেঘনাদের সঙ্গে মিলন --> দুর্গা কর্তৃক প্রমীলার তেজ হরণের অঙ্গীকার।
চতুর্থ সর্গ (অশোকবন)	প্রথম রাত (নিশা)	◇ সীতা-সরমার কথোপকথন --> সীতার স্বপ্নদর্শন (বসুন্ধরা কর্তৃক ভবিষ্যৎবাণী)।
পঞ্চম সর্গ (উদ্যোগ)	দ্বিতীয় দিন, ভোর	◇ স্বপ্নদেবী কর্তৃক সুমিত্রা রূপে লক্ষ্মণকে চণ্ডীর দেউলে পূজা করার নির্দেশ --> লক্ষ্মণের চণ্ডীর পূজা ও মায়ার বর লাভ --> মেঘনাদকে যজ্ঞাগারে প্রবেশের নির্দেশ --> প্রমীলাকে মন্দোদরীর আটকানো।
ষষ্ঠ সর্গ (বধ)	দ্বিতীয় দিন, সকাল	◇ রামের অনুমতি লাভ --> লক্ষ্মণ-বিভীষণের অদৃশ্যবেশে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ --> **নিরস্ত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে বধ**।

সপ্তম সর্গ (শক্তিনির্ভেদ)	দ্বিতীয় দিন, দুপুর	◦ মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাবণের যুদ্ধযাত্রা --> রাবণের হাতে লক্ষ্মণকে মহাশক্তি অস্ত্রে আঘাত --> লক্ষ্মণের জ্ঞান হারানো --> বীরভদ্রের মায়ায় রাবণের প্রত্যাবর্তন।
অষ্টম সর্গ (প্রেতপুরী)	দ্বিতীয় রাত (মধ্যরাত)	◦ রামের শোক --> মহামায়ার সহায়তায় রামের সশরীরে প্রেতপুরী গমন --> দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্মণকে বাঁচানোর মহৌষধির সংবাদ লাভ (বিশল্যকরণী হেমলতা)।
নবম সর্গ (সংস্ক্রিয়া)	তৃতীয় দিন, সকাল	◦ লক্ষ্মণের প্রাণ ফিরে পাওয়া --> রাবণের সাত দিনের যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা ও রামের সম্মতি --> মেঘনাদ ও **প্রমীলার সহমরণ** --> অগ্নিদেব কর্তৃক মেঘনাদ-প্রমীলার স্বর্গে গমন।

- 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চরিত্র এবং তাদের পরিচিতি –

নর/নারী/রাক্ষস/পক্ষী/বানর	পরিচিতি	দেব/দেবতা	পরিচিতি
রামচন্দ্র	বৈদেহীপতি	ইন্দ্র	দেবরাজ
লক্ষণ	রামের ভ্রাতা	শিব	
সীতা	রামের স্ত্রী	অম্বিকা/উমা	
বিভীষণ	রাবণ ভ্রাতা	রমা/ইন্দিরা	
সরমা	বিভীষণের স্ত্রী	মায়াদেবী	
হনুমান		স্বপ্নদেবী	
সুগ্রীব	কিস্কিন্ধ্যা পতি	বিষ্ণু	
অঙ্গদ	রামের সেনাপতি	কার্তিক	দেবসেনাপতি
নীল	রামের সেনাপতি	মদন দেব	কামদেব
রাবণ	লঙ্কাপতি	রতি	কামদেবের স্ত্রী
ইন্দ্রজিৎ	রাবণ পুত্র		
প্রমীলা	ইন্দ্রজিৎ-এর স্ত্রী		
চিত্রাঙ্গদা	রাবণ পত্নী		
মন্দোদরী	রাবণ পত্নী		
প্রভাষা	ইন্দ্রজিৎ-এর ধাত্রী		
ত্রিজটা	মন্দোদরীর ভবনে পাহারাদ্বার		
নৃমুন্ডমালিনী	প্রমীলার সঙ্গী		
বীরবাহু	রাবণ পুত্র		
জটায়ু	গরুড় পুত্র		

তথ্য ও উপাদানের বিশ্লেষণাত্মক চার্ট

উপাদান	বিশ্লেষণ
প্রধান চরিত্র	**রাবণ** (*নৈকষেয়, মন্দোদরীমনোহর, বৈদেহী হর, রাঘবারি*); **মেঘনাদ** (ইন্দ্রজিৎ, অসুরারি-রিপু); **প্রমীলা** (দানব নন্দিনী, কালনেমি দৈত্যের কন্যা); **বিভীষণ** (রাবণের ভ্রাতা, রামের মিত্র); **সরমা** (বিভীষণের স্ত্রী, গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা)।
দেব/দেবী	**রমা/ইন্দিরা/লক্ষ্মী** (রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী, বারুণীর সখী); **সরস্বতী** (অমৃতভাষিণী); **মায়াদেবী** (ইন্দ্রকে মেঘনাদ বধের অস্ত্র দেন); **চন্দ্রচূড়/শিব** (চণ্ডীর দেউলে পাহারায়); **বীরভদ্র** (শিবের দূত); **দণ্ডপাণি/যমদূত** (প্রেতপুরীর সেতু পাহারা দিচ্ছিলেন)।
স্থান/ক্ষেত্র	**পঞ্চবটী বন** (গোদাবরী নদীর তীরে সীতার বনবাস স্থান); **নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার** (মেঘনাদ বধের স্থান); **চণ্ডীর দেউল** (লঙ্কার উত্তর দ্বারে); **রৌরব নরককুন্ড** (পরধন হরণকারীর শাস্তি হয়); **কুম্ভীপাক** (তপ্ত তেলে পাপীদের ভাজা হয়); **গন্ধমাদন পর্বত** (বিশল্যকরণী, হেমলতা পাওয়ার স্থান)।
যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রতীক	**কৌশিক-ধ্বজ** (রেশমী পতাকা); **বড়বা** (প্রমীলার ঘোড়া); **বিশল্যকরণী, হেমলতা** (মহৌষধি); **শক্তিশেল** (রাবণের অস্ত্র, লক্ষ্মণকে আঘাত করে); **স্বর্ণ পাটকেল** (চিতার উপর মঠ তৈরিতে ব্যবহৃত)।
আবেগ ও রস	**করুণরস** (প্রধান রস); **বীররস** (রণ ও পরাক্রম); **শোক** (রাবণ, রাম, প্রমীলার); **প্রেম** (মেঘনাদ-প্রমীলা, রাম-সীতা); **বিলাস** (লঙ্কাবাসীর); **ভক্তি** (বিভীষণ, লক্ষণ, সীতা)।
দ্বারের রক্ষক	**পূর্ব দ্বারে** – বীর নীল; **দক্ষিণ দ্বারে** – অঙ্গদ; **উত্তর দ্বারে** – সুগ্রীব; **পশ্চিম দ্বারে** – রাম।

কাব্যে বর্ণিত রাবণের সেনাপতি গণ-

বাহিনী	সেনাপতির নাম
চতুরঙ্গের সেনাপতি	**চামর**
রথীবাহিনীর সেনাপতি	**উদগ্র**
গজ বাহিনীর সেনাপতি	**বাস্কল**
অশ্ব বাহিনীর সেনাপতি	**অসিলোম**
পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি	**বিড়ালাক্ষ**

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও শব্দার্থ

শব্দ	**অর্থ**	**সর্গ**
রাঘবারি	রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ।	প্রথম

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

- পরধন হরণকারীর শাস্তি হয় -রৌরব নরককুন্ডে।
- কুম্ভীপাকে পাপী জনকে তপ্ত তেলে ভাজা হয়।
- প্রেতপুরীতে মেঘনাদের সঙ্গে রামচন্দ্রের দেখা হয়নি, কারণ তখনো তার সৎকার সম্পন্ন হয়নি।
- রামচন্দ্রের মঙ্গল হেতু দশরথ অক্ষয় বটমূলে ধর্মরাজের পূজা করতেন।
- দশরথের নির্দেশে রামচন্দ্র হনুমানকে মহৌষধি আনতে বলেছিল।
- রাবণ মন্ত্রী সারণের মুখে লক্ষণের প্রাণ ফিরে পাওয়ার খবর জানতে পারেন।
- কুমারসম্ভবের মদন-ভস্মের কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়ে মধুসূদন কন্দর্প ও রতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে।

অতিরিক্ত তথ্য-

- মধুসূদন রাম সম্পর্কে বলেছেন- 'I despise Rama and his Ribbles'
- "এই 'মেঘনাদবধকাব্য' - যা তোমাদের বাঙলা ভাষার মুকুটমণি-তাকে অপদস্ত করতে কিনা 'ছুঁচোবধ' কাব্য লেখা হল! তা যত পারিস্ লেখ না, তাতে কি?" - বিবেকানন্দ।
- "বাংলা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্ন জানিতেন না।" -কালীপ্রসন্ন সিংহ।
- "মধুসূদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। ... মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া কাহারও মনে রাক্ষস অনুচিত কার্যের অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না।" - যোগীন্দ্রনাথ বসু।
- "বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া রূপ জনিত ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ।" - রাজনারায়ণ বসু।
- 'যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
  যজ্ঞের সঙ্গে আসি, উতরিলা
  নারীদেশে' - অর্জুনের প্রেতপুরীতে প্রবেশের কাহিনী আছে- কাশীদাসী মহাভারতের।
- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন-
  - বাক্যের জটিলতা দোষ মধুসূদনের রচনার প্রধান দোষ।
  - রাশি রাশি উপমা একত্রে স্তূপাকার করলেও মধু কবির রচনায় সর্বত্র উপমাগুলি উপনিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।
  - কবি কাব্য প্রথাবহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহৃত হয়। যেমন - স্তুতিলা, শান্তিলা, মর্মরিছে ইত্যাদি।
  - সর্বোপরি বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে মাইকেলের রচনা স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হয়েছে।
- 'না জানি এ বামা দলে কে আঁটে সমরে,
  ভীমরূপী, বীর্যবতী চামুন্ডা যেমতি -
  রক্তবীজ- কুল - অরি? ' - মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে উল্লিখিত চামুণ্ডা কর্তৃক দানব সংহার প্রসঙ্গ যে পুরাণে বর্ণিত তা হল - মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
- 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?'- উদ্ধৃতিটিতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যের প্রভাব আছে।
- তৃতীয় সংস্করণের অষ্টম সর্গে ৪৩১ পংক্তি থেকে ৪৯৩ পংক্তি পর্যন্ত মধুসূদন নতুন রচনা সংযোজিত করেছিলেন।
- গ্রন্থের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ তৃতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।
- 'সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে' - সিন্ধু ও বায়ুর চিরন্তন সংঘর্ষের কথা আছে গ্রীকপুরাণে।
- কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে মূলের সঙ্গে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত টীকাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।
- মৃত্যুর পর মেঘনাদ-প্রমীলার শিবলোকে/ স্বর্গলোকে ঠাঁই হয়েছিল।
- কাব্যে বর্ণিত ঘটনার কাল গত বিস্তার তিন দিন দু'রাত্রি।
- কাব্যের মূল অঙ্গীরস হল করুণরস।
- কাব্যটির দীর্ঘতম সর্গ হলো অষ্টম সর্গ।
- 'মেঘনাদবধকাব্যে'র দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সর্গ রচনার মাঝে মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন।
- 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনাকালে মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' ছাপাতে দিয়েছিলেন।
- মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি উৎসর্গ করেন দিগম্বর মিত্রকে।
- মধুসূদন দত্ত সেই উৎসর্গ পত্র বর্জন করেছেন তৃতীয় সংস্করণে এসে।
- কাব্যটির মুখবন্ধের শেষে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির উদ্ধৃতি আছে।
- প্রচ্ছদ পত্রে কালিদাসের 'রঘুবংশম্' এর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

PYQ INSIGHT (২০১৯ – ২০২৬ জুনের প্রশ্নরীতি বিশ্লেষণ)

২০১৯ থেকে ২০২৬ জুন পর্যন্ত NET এবং SET পরীক্ষায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে আসা প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করলে ৫টি নির্দিষ্ট ট্রেন্ড দেখতে পাওয়া যায়:

১. চরিত্র ও সংলাপের মেলবন্ধন (Character-Dialogue Matching):

- সাম্প্রতিক *UGC NET June 2026* এবং *June 2025*– উভয় পরীক্ষাতেই সংলাপের সাথে চরিত্র এবং সর্গ মেলানোর প্রশ্ন এসেছে।
- *পরামর্শ:* কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর মুখ নিঃসৃত প্রথম ও শেষ সংলাপ আলাদাভাবে মনে রাখতে হবে।

২. ঘটনার কালগত বিস্তার ও সংখ্যাভিত্তিক তথ্য:

- *UGC NET June 2026*-এ সরাসরি এসেছে ঘটনার কালগত বিস্তার কত? (তিন দিন ও দুই রাত্রি)।
- *পরামর্শ:* সর্গ সংখ্যা (৯টি), সংস্করণ সংক্রান্ত তথ্য (৩য় সংস্করণে উৎসর্গপত্র বর্জন), ও সময়কালের হিসেব ভালো করে দেখতে হবে।

৩. সর্গের নাম ও ক্রমানুসার (Name & Sequence of Cantos):

- *WB SET 2024*-এ এসেছে: ৭ম সর্গের নাম কী? (শক্তিনির্ভেদ)।
- আবার প্রথম সর্গের ভেতর ঘটা ৪-৫টি ঘটনা এলোমেলো করে দিয়ে সঠিক অনুক্রম সাজাতে দেওয়া হচ্ছে (যেমন: ভগ্নদূতের আগমন ➔ রাবণের শোক ➔ চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ ➔ রাজসভা)।

৪. **পৌরাণিক ও পাশ্চাত্য প্রভাব/উপমা (Literary Influences & Allusions):**

- কাব্যে ব্যবহৃত উপমা বা প্রসঙ্গের উৎস জানতে চাওয়া হয়। যেমন: মার্কণ্ডেয় পুরাণ (চামুণ্ডা কর্তৃক রক্তবীজ বধ), অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ("ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা..."), এবং গ্রীক পৌরাণিক রূপক।

৫. **শব্দার্থ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য:**

- 'কান্তার' শব্দার্থ (গহন অরণ্য), ক্রিয়াপদের বিশেষ ব্যবহার (স্তুতিলা, শান্তিলা) এবং ছন্দ (অমিত্রাক্ষর) থেকে তথ্যমূলক প্রশ্ন নিয়মিত আসে।

চরিত্র ও সংলাপ মেলবন্ধন মাস্টার টেবিল (পরীক্ষামুখী সংযোজন):

সংলাপ / উক্তি	চরিত্র / বক্তা	সর্গ
নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা	**রাবণ**	১ম সর্গ
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?	**চিত্রাঙ্গদা**	১ম সর্গ
সাজিনু এ বেশ আমি নাশিতে দানবে	**দেবী উমা**	২য় সর্গ
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া	**বিভীষণ**	৩য় সর্গ
বাঁচাও দাসীরে, হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে	**প্রমীলা**	৩য় সর্গ
কে আনিল তুলি রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস দেশে?	**সরমা**	৪থ সর্গ
সৃজিলা কি বিধি, সাব্বি, ও কমল আঁখি কাঁদিতে?	**মেঘনাদ**	৫ম সর্গ
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি	**রামচন্দ্র**	৭ম সর্গ
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!	**রাবণ**	১ম সর্গ
কান্তার শব্দের অর্থ	**গহন অরণ্য**	৪থ সর্গ

©BAIO – Learn Together

BAIO - Learn Together

9123669664

BAIO Learn Together

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

সাধের আসন

বিহারীলাল চক্রবর্তী

কাব্য সংক্রান্ত তথ্য, প্রকাশনা সংক্রান্ত এবং বাহ্যিক তথ্য

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
কাব্যটির নাম	সাধের আসন
রচয়িতা	বিহারীলাল চক্রবর্তী
মোট সর্গ সংখ্যা	**১০টি**
প্রথম প্রকাশ (পত্রিকা)	**'মালঞ্চ'** পত্রিকা
পত্রিকায় প্রকাশকাল	**১২৯৫** (ফাগুন) থেকে **১২৯৬** (মাঘ) পর্যন্ত

সর্গ	সময়কাল
প্রথম সর্গ (১৭-২৮ শ্লোক বাদে)	ফাগুন, ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
দ্বিতীয় সর্গ	চৈত্র, ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
তৃতীয় সর্গ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ
চতুর্থ সর্গ	পৌষ-মাঘ, ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম প্রকাশিত সর্গ	প্রথম ৪টি সর্গ প্রকাশিত হয়
পুস্তিকা আকারে প্রকাশ	**অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী** (তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায়)
প্রেরণা ও অনুরোধ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী **কাদম্বরীদেবী**
নামকরণের কারণ	কাদম্বরীদেবী কর্তৃক চার মাস ধরে স্বহস্তে বোনা ও উপহার দেওয়া **'সাধের আসন'**টির নাম অনুসারে
ভূমিকার তথ্য	আসনদাত্রী দেবীর **মৃত্যুর পরে** কাব্যটির উত্তর সাঙ্গ (সমাপ্ত) হয়
উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ	'সারদামঙ্গল' কাব্য থেকে: **"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে / ঢুলু ঢুলু দুনয়নে / বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও?"**
প্রভাব	দেবী ভাগবতের **চন্ডীতত্ত্বের** প্রভাব আছে (মার্কণ্ডেয়পুরাণ/দেবী ভাগবতের চন্ডীতত্ত্বের প্রভাব পাওয়া যায়)
মোট সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা	**২টি** (প্রথম সর্গ ও দশম সর্গে একটি করে)

কাব্যটির কবিতার নাম, স্তবক সংখ্যা, বিষয়বস্তু এবং অতিরিক্ত কিছু একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো-

স্বর্গ	কবিতার নাম	স্তবক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	অতিরিক্ত
প্রথম সর্গ	মাধুরী	৩০	সারদামঙ্গল এর কায়া-কান্তিবাদ আরো তীব্রতা লাভ করেছে।	সংস্কৃত শ্লোক- " যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা/নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।
দ্বিতীয় সর্গ	গোধূলি	৬	পারিবারিক সংকীর্ণ বাতায়ন থেকে সৌন্দর্য লক্ষীকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস মাতৃবন্দনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে মাতৃহীন সন্তানের বেদনা পার্থিব জগতকে অতিক্রম করতে পারেনি।	
	নিশীথে	১৫		
তৃতীয় সর্গ	প্রভাত	৭	সৌন্দর্যের অসীম ব্যপ্তি অনুভব করেছেন যোগেন্দ্রবালার মধ্যে। কবির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে সারদা উদ্ভাসিত।	
	যোগেন্দ্রবালা	৯		
চতুর্থ সর্গ	নন্দনকানন	২৫	নন্দনকাননে গিয়েও কবি তৃপ্তির সন্ধান পাচ্ছেন না।	যশোদা-ব্রজবালক এর প্রসঙ্গ আছে।
পঞ্চম সর্গ	অমরাবতীর প্রবেশপথ	১৬	অমরাবতীর প্রবেশ পথের যেদিক দিয়ে যোগেন্দ্রবালা কমল বনে গেছেন, সেই দিকেই কবি এগিয়ে চলেছেন।	
ষষ্ঠ সর্গ	কে তুমি?	২৩	এই পথে কবি প্রত্যক্ষ করেন কোন পতিব্রতা সতী নারীকে। অমরাবতীর পথে গিয়েও মর্তের মানবীর বিয়োগব্যথা তাকে পীড়িত করেছে।	
সপ্তম সর্গ	মায়া	৩৩	এই সর্গে স্বর্গের কামধেনু ও নন্দিনীর উপখ্যান আছে।	কপিলা-নন্দিনীর পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে।
অষ্টম সর্গ	শশী কলা	২	শশীকলা, স্থির সৌদামিনী ও বীনা নামে তিনটি গীতিকবিতা সংযোজিত করেছেন।	
	স্থির সৌদামিনী	৭		
	বীণা	১১		রাগিনী- কালাংড়া

				তাল ঝাঁপতাল
	কিন্নর গীতি	রাগিনী-কালাংড়া, তাল-ঝাঁপতাল।		
নবম সর্গ	গীতি		এই সর্গে কবি আসনদাত্রী দেবীর বন্দনা করেছেন।	রাগিনী-ললিত তাল-কাওয়ালী
	আসনদাত্রী দেবী	২০		
দশম সর্গ	গীতি		পতিব্রতা উদ্দেশ্যে কবির মন্তব্য, ধরায় না এসে অমরাবতী যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।	রাগিনী-ললিত তাল-কাওয়ালী
	পতিব্রতা	১২		সংস্কৃত শ্লোক - "মিতং দদাতি হি/ পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ" রাগিনী – ললিত ভৈরবী তাল – তেতালা
	উপসংহার	১০		
	শোক সংগীত		আসানদাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে কবি 'শোক সংগীত' রচনা করেছেন।	
	শান্তি গীতি		শান্তিগীতিতে কবি প্রেয়সীর মধ্যেই সারদার উপস্থিতি, সীমার মধ্যেই অসীমের দ্যোতনা, রূপের মধ্যেই অরূপের আবিষ্কার করেছেন।	রাগিনী-ললিত ভৈরবী তাল-তেতালা

প্রথম সর্গ: মাধুরী

সর্গ	**কাব্যের নাম**	**স্তবক সংখ্যা**	**সময়কাল**	**বিষয়বস্তু**	**অতিরিক্ত তথ্য**
প্রথম সর্গ	মাধুরী	৩০	**ফাগুন, ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দ** (১৭-২৮ শ্লোক বাদে)	**সারদামঙ্গল**-এর কায়া-কান্তিবাদ আরো তীব্রতা লাভ করেছে।	এই সর্গে **ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, মহাকবি বাল্মীকি** এবং **বাইবেল, বেদ ও কোরান**-এর উল্লেখ আছে। সর্গটি শেষ হয়েছে সংস্কৃত শ্লোক: **"যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা..."** দিয়ে।

কাব্যের সারমর্ম

◇ **আত্ম-জিজ্ঞাসা ও স্বরূপ সন্ধান:** কবি সেই **মধুর মাধুরী-বালা**কে দেখেন, যার **অপরূপ রূপমাধুরী** তিনি হৃদয়ে অনুভব করেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন না। কবি প্রশ্ন করেন, কে তুমি, মা! কান্তি রূপে **সর্বভূতে** বিরাজিত? ◇ **প্রকৃতির সর্বব্যাপী কান্তি:** সেই রূপের কথা বসন্তের তরুলতা, কানন-ফুল, হরিণীর আঁখি, ইন্দ্রধনু, **ভোরের শুকতারা রাণী** এবং **অনন্ত অম্বুরাশি**তে প্রকাশিত হয়।

◇ **জীবন-মৃত্যু ও রহস্য:** কবি জীবনের **প্রলয়-প্রবণতা** এবং উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মরণের চক্রকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন **দেহ ধ্বংস হলেও কান্তিটুকু থাকে না**, কিন্তু সেই সত্ত্বা বিশ্ব গেলেও বিরাজিত থাকে।

◇ **জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা:** কবি **বাইবেল, কোরান, বেদ এবং দর্শন শাস্ত্রের ধাঁধা** থেকে মুক্তি চেয়েছেন। কারণ এসব **মনের খেদ** মেটাতে পারে না।

◇ **বিশ্বের মূল রহস্য:** কবি উপলব্ধি করেন যে, **রহস্যই বিশ্বের প্রাণ** এবং **এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব**।

◇ **মহামায়ার চির-বিজয়:** সেই **মহামায়া**-কে লাভ করতে **ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও চির-পরাজয়ী**। সেই কান্তিরূপিণী দেবীই কবির যোগীর ধ্যান এবং মানব মনের উদার সুষমা।

প্রথম সর্গের গদ্যরূপ

(১) কাদম্বরীদেবীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাধের আসনের আসন পেতেছেন কবি। কবি নিজেও জানেন না তিনি কার ধ্যান করেন। তবে তিনি সেই মধুর মাধুরী বালাকে দেখেছেন অপরূপ রূপমাধুরীযুক্ত, যে সর্বদা উদার মনে খেলা করে বেড়ায়। তাঁকে কেবল কবি হৃদয়ে দেখেন কিন্তু দেখাতে পারেন না।

(২) সেই মাধুরী বালার রূপের কথা বসন্তের তরুলতা বলে। কাননের ফুল বাতাসকে ডেকে অপরূপ রূপের কথা বললে তা শুনে বনের হরিণীর চোখে জলবিন্দু ঢুলুঢুলু করে।

(৩) হেসে হেসে রামধনু নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়। সে যেন শুভ্র মেঘেদের উদ্দেশে কী কথা বলে বেড়ায়। শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে হেসে ওঠে, কবি কিন্তু তার কারণ জানেন না। আবার ভোরের রাণী শুকতারা যেন সদ্যজাগ্রত মানুষকে কিছু দেখাতে চায় কবি তা বুঝতে পারেননা কেবল দেখে যান।

(৪) কবি তার স্বপ্নরূপিণীকে যুবতী সতীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যিনি স্নান করে কেশপাশ খুলে বসুমতীকে আলো করে তুলেছে। প্রাণের পতিকে লক্ষ্য করে তার মনে আনন্দ ধরে না তাই প্রস্ফুটিত মুখে মধুর হাসি ফুটে ওঠে।

(৫) বিস্তারিত নীল আকাশে মেঘেদের ছুটে চলাকে লক্ষ্য করে কবি তাদের প্রশ্ন করেন কোথায় চলেছ ভাই? কারে লক্ষ্য করে তোমাদের এত হাসির, আনন্দের উতরোল। কোথায় গেলে তার সাথে দেখা পাবো।

(৬) সেই উদার সৌন্দর্যময়ীর উদ্দেশে কবি বলেন তুমি জলে স্থলে সর্ব অবস্থানে বিরাজ করো। যেদিকেই দেখি সেদিকেই তোমার সৌন্দর্যের মহিমা। কে তুমি আনন্দময়ী। কবির এই আত্মজিজ্ঞাসা বারবার জেগে উঠেছে।

(৭) ভক্ত যেমনভাবে তোমাকে কল্পনা করে তুমি তেমনিভাবে তার মূর্তি হয়ে ওঠো। সৌন্দর্যের সাগরে এমন অপরূপ সুন্দরী, নীল গগনে প্রস্ফুটিত পদ্ম হয়ে বিরাজিত, তুমি কে?

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচটি প্রবন্ধের তুলনামূলক চার্ট

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ / প্রথম প্রকাশ	প্রকাশকাল (সাঃ/খ্রিঃ)	বক্তা / প্রকৃতির দিক	বিভ্রান্তিমূলক / কমন তথ্য (গোলমালের সম্ভাবনা)
মনুষ্যফল	**কমলাকান্তের দপ্তর** (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)।	বঙ্গদর্শন, **১২৮০ - ৮২** সাল। গ্রন্থাগারে প্রকাশ: **১৮৭৬** খ্রিস্টাব্দে (প্রথম ভাগ)।	**কমলাকান্ত চক্রবর্তী**। কেন্দ্রীয় রূপক: **ফল**।	**রূপকসমূহ:** বড়মানুষ = **কাঁঠাল**। সিভিল সাহেব = **আম্র ফল**। রমণী = **নারিকেল**। লেখক = **তেঁতুল**। কাঁঠালের মাছি: **সাংবাদিক, পুস্তক লেখক, টোলের পণ্ডিত**।
বড়বাজার	**কমলাকান্তের দপ্তর** গ্রন্থের অন্তর্গত।		**কমলাকান্ত চক্রবর্তী**। কেন্দ্রীয় রূপক: **বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার**।	**নৈয়ায়িক অভাব:** বাজারে **ঝুনা নারিকেল** বিক্রেতা ব্রাহ্মণেরা **চারি প্রকার অভাব**-এর কথা বলেন: অন্যোন্যাভাব, *প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্ত অভাব*। বাজারের ক্রম: রূপ (মাছ) → বিদ্যা (নারিকেল) → কলু পটি (তেল) → যশ → **কসাইখানা**। কমলাকান্ত শেষে **দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি** নিয়ে বসেছিলেন।
বিদ্যাপতি ও জয়দেব	**বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড)**।		**সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র**। কেন্দ্রীয় বিষয়: **গীতিকাব্যের প্রকৃতি**।	**কবিদের শ্রেণিবিভাগ:** জয়দেব (প্রথম দল): **বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বসন্ত, সুখ, স্বর্ণহার**। বিদ্যাপতি (দ্বিতীয় দল): **অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য, বর্ষা, দুঃখ, রুদ্রাক্ষমালা**। **আধুনিক কবি:** মধুসূদন ও হেমচন্দ্র—কবিতার বিষয় **বিস্তৃত**, কিন্তু কবিত্ব **তাদৃশ প্রগাঢ় নহে**।
শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা	**বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড)**।		**সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র**। কেন্দ্রীয় বিষয়: **নারী চরিত্র বিশ্লেষণ**।	**তুলনার সারসংক্ষেপ:** শকুন্তলা **অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা**। অপরিণীতা শকুন্তলা **মিরন্দার অনুরূপিণী**, পরিণীতা শকুন্তলা **দেসদিমোনার অনুরূপিণী**। মিরন্দা **সংস্কারবিহীনা**। দেসদিমোনা **অবিচলিত ভক্তি** (সতীত্বে গরীয়সী)। শেক্সপিয়রের নাটক **সাগরবৎ**, কালিদাসের নাটক **নন্দনকাননতুল্য**। (PYQ-এর উৎস: **"মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে..."**)।
বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা	**বঙ্গদর্শন** (পত্রিকা সূচনা)। **বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড)**।	**১২৭৯, বৈশাখে** বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।	**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**। প্রধান উদ্দেশ্য: **সহৃদয়তা স্থাপন**।	**দেশোন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক:** উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে **পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই**। (**"উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের..."**)। **খণ্ডন: বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে** (*'ফিল্টর্ ডৌন্'* তত্ত্ব খণ্ডন)। **নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়**।

মনুষ্য ফল

I. প্রবন্ধের প্রকাশনা সংক্রান্ত ও বাহ্যিক তথ্য

তথ্যক্ষেত্র	বিবরণ
প্রবন্ধের গ্রন্থ	এটি **'কমলাকান্তের দপ্তর'** প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত।
প্রকাশকাল (পত্রিকা)	**বঙ্গদর্শন** পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশকাল: **১২৮০ - ৮২ সাল**।
প্রকাশকাল (খ্রিস্টাব্দ)	ইংরেজির **১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে**।
গ্রন্থাকারে প্রকাশ	**১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে** (প্রথম ভাগ)।
গ্রন্থের অবস্থান	'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের **দ্বিতীয় প্রবন্ধ**।
বক্তা/চরিত্র	**কমলাকান্ত চক্রবর্তী**।

II. সংক্ষিপ্তসার

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যঙ্গাত্মক দার্শনিক প্রবন্ধে কমলাকান্ত চক্রবর্তী **আফিমের মাত্রা চড়াইয়া** মানব সমাজকে **'ফল'** হিসেবে কল্পনা করেছেন—যা *মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে*। প্রবন্ধটি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী এবং পেশাকে বিভিন্ন ফলের রূপকের মাধ্যমে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের **সার্থকতা, অসারতা, বা বিপদজনকতা** বিচার করে।

কমলাকান্তের এই ফল-রূপক অনুসারে, বড়মানুষেরা হলো কাঁঠাল, সিভিল সার্ভিসের সাহেবেরা আম্রফল, নারীরা নারিকেল, দেশহিতৈষীরা শিমুল ফুল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা ধুতূরা এবং লেখকেরা তেঁতুল। এই রূপকের মাধ্যমে লেখক তৎকালীন সমাজের **স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, অপ্রয়োজনীয় বিদ্যাভিমান, ও নিষ্ফল প্রচেষ্টার** উপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

কমলাকান্তের মতে, বেশিরভাগ মানুষই হয় পোকায় খাওয়া, অকালে ঝরে পড়া, অথবা মাকাল ফলের মতো কেবল **দেখিতে সুন্দর**। শেষে কমলাকান্ত নিজেকে *'সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক'* ফল হিসাবে চিহ্নিত করে এই সমালোচনামূলক ফল-দর্শন শেষ করেছেন।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

III. প্রবন্ধের প্রথম ও শেষ লাইন

অংশ	লাইন
প্রথম লাইন	**আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফল বিশেষ - মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে।**
শেষ লাইন	**শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।**

IV. প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও যুক্তির পথ

কমলাকান্ত মূলত উপমা ও রূপকের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। তার মূল যুক্তির ধারা নিম্নরূপ:

1. **ফল-রূপকের ভিত্তি স্থাপন:** জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও মায়ার জগৎকে ফল-রূপকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা।
2. **ফলের নিয়তি দ্বারা মানুষের ভাগ্যের বিচার:** ফলগুলি অকালে ঝরে পড়া, পোকায় খাওয়া, দেবসেবায় লাগা, বা শৃগালে খাওয়ার (অর্থাৎ বৃথা) মাধ্যমে মানুষের জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নিরূপণ।
3. **শ্রেণীভিত্তিক রূপকায়ন:** সমাজের বিভিন্ন প্রভাবশালী শ্রেণী ও পেশার মানুষকে নির্দিষ্ট ফলের সাথে তুলনা করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা:
    - **কাঁঠাল (বড়মানুষ):** এদের **শৃগাল** (দেওয়ান, নায়েব) ও **মাছি** (কন্যাভারগ্রস্ত, সাংবাদিক) দের দৌরাত্ম্যে সার্থক হতে না পারার কথা বলে সমাজের পরজীবী শ্রেণীকে আক্রমণ।
    - **আম্র (সিভিল সার্ভিস সাহেব):** তাদের **বিদেশি আমদানি** এবং জন্মগত **তিক্ততা** (হাড়ে টক) সত্ত্বেও বাইরে থেকে আকর্ষণীয় হওয়ার ভণ্ডামি দেখানো।
    - **নারিকেল (রমণী):** নারিকেলের চার অংশের উপমা দিয়ে নারীর **স্নেহ (জল), বুদ্ধি (শস্য), বিদ্যা (মালা) ও রূপ (ছোবড়া)** -এর বিশ্লেষণ। বিশেষত, **বিদ্যা** যে কেবল **মালার মাপে** এবং **রূপ** যে কেবল **ছোবড়ার** মতো অসার, সেই বিষয়ে মন্তব্য।
    - **তেঁতুল (লেখক):** লেখকের কাজ যে কেবল **অম্লগুণ** সৃষ্টি করে পাঠকের অজীর্ণতা বাড়ায় এবং সমালোচনা সহ্য করে—এই মর্মে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা।
4. **নিষ্ফলতার সমালোচনা:** যারা কেবল বাইরে শোভা দেখায় (যেমন শিমুল ফুল - দেশহিতৈষী) কিন্তু ফলপ্রসূ হয় না, তাদের প্রতি ব্যঙ্গ।
5. **আত্মসমালোচনা:** সমাজের সকল অংশের অসারতা দেখানোর পর, কমলাকান্ত নিজেকেও সবচেয়ে অকর্মণ্য ফল হিসাবে ঘোষণা করে, সমালোচনার প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করেন।

V. মূল প্রবন্ধের বিন্যাস ও বিস্তারিত আলোচনা

প্রবন্ধটি কমলাকান্তের ফল-রূপকের মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণীগুলির ধারাবাহিক চিত্রাঙ্কন।

A. জীবন ও ফলের সাধারণ নিয়তি

কমলাকান্ত মনে করেন, **আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে** এই সত্য উন্মোচিত হয় যে মনুষ্য সকল ফল বিশেষ।

- মনুষ্য **মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে।**
- ফলগুলি পাকিলেই পড়িয়া যায়।
- সকল ফল **পাকিতে পায় না**—
    - কতক **অকালে ঝরে পড়ে।**
    - কোনটি **পোকায় খায়**, কোনটিকে **পাখিতে ঠোকরায়।**
    - কোনটি **শুকিয়ে ঝরে পড়ে।**
- **সার্থক জন্ম:** যেটি **সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে, গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে।**
- **বৃথা জন্ম:** যেটি সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া, **মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়।**
- কিছু ফল **তিক্ত, কটু বা কষায়**, কিন্তু তাহা দিয়ে **অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়।**
- কতকগুলি ফল **বিষময়—যে খায়, সেই মরে।**
- আর কতকগুলি **মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।**

B. সামাজিক শ্রেণীর ফল-রূপকায়ন

কমলাকান্ত এরপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে পৃথক জাতীয় ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১. বড়মানুষ: কাঁঠাল

বর্তমান যুগের **বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়।**

- **প্রকারভেদ:**
    - কতকগুলি **খাসা খাজা কাঁঠাল।**
    - কতকগুলির **বড় আটা।**
    - কতকগুলি কেবল **ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য।**
- **ইঁচোড়:** কতকগুলি **ইচোঁড়ই থাকে পাকতে পারে না।** পৃথিবীর **রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইচোঁড়েই পাড়িয়া দাল্না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে।**
- **শৃগালদের দৌরাত্ম্য:** পাকা কাঁঠাল **শৃগালের দৌরাত্ম্যে** রক্ষা পায় না। এখানে শৃগাল বলতে বোঝানো হয়েছে:
    - দেওয়ান, কারকুন, নায়েব, গোমস্তা, মোছায়েব এবং আশীর্বাদকমণ্ডলী।
- **মাছিদের দৌরাত্ম্য:** শৃগালের হাত এড়ালেও **মাছি ভন্ ভন্** করিতে আরম্ভ করে। মাছিরা কাঁঠাল চায় না, তাহারা কেবল **একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন।**
    - মাছিদের মধ্যে রয়েছে: **কন্যাভার-গ্রস্ত, মাতৃদায়-গ্রস্ত, পুস্তক লেখক, সংবাদপত্র** লেখক, পিসির ভাসুরপুত্রের শালার শালীপুত্র।
    - টোলের পণ্ডিত মাছিটির কাছে **পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র** পড়ে।

- **সার্থকতা:** কমলাকান্তের মতে, কাঁঠাল ভাঙিয়া, **উত্তম নির্জল দুধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই ভালো**।

২. সিভিল সার্ভিসের সাহেব: আম্র ফল (Mango)

কমলাকান্ত **সিভিল সার্ভিসের সাহেবদিগকে** আম্র ফল মনে করেন।

- **উৎপত্তি:** এদেশে আম ছিল না, **সাগর পার হতে কোনো মহাত্মা** এদেশে আম এনেছেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** আম দেখতে **রাঙ্গা রাঙ্গা**, ঝাঁকা আলো করে বসে।
    - কাঁচায় **বড় টক**—পাকিলেও **হাড়ে টক যায় না**।
    - কতকগুলি আম এমন **কদর্য্য**, যে পাকিলেও টক যায় না।
    - বিক্রেতা **ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ** বিক্রয় করে যায়।
- **আম খাওয়ার প্রণালী:** সদ্য গাছ থেকে পেড়ে খাওয়া যায় না। একে **সেলাম-জলে** (ঠাণ্ডা জলে) ফেলে **খোসামোদ-বরফ** দিয়ে শীতল করে ছুরি দিয়ে স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাবে।

৩. রমণীমণ্ডলী: নারিকেল

কমলাকান্ত স্ত্রীলোককে **কদলী ফলের** (কলা) সঙ্গে তুলনা করতে নারাজ, কারণ কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের একমাত্র সাদৃশ্য হলো, **উভয়েই বানরের প্রিয়**।

- কমলাকান্তের মতে, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের **নারিকেল**।
- **অপরাধী:** কাঁদি কাঁদি পেড়ে খাওয়ার অপরাধে যদি কেউ অপরাধী থাকে, সে কেবল **কুলীন ব্রাহ্মণেরা**।
- **বয়োভেদে অবস্থা:** বৃক্ষের নারিকেলের মত সংসারের নারিকেলেরও **বয়োভেদে নানাবস্থা**।
    - **করকচি বেলা ও ডাব:** উভয়ই বড় **স্নিগ্ধকর**। কিশোরীর **অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় তৃপ্ত হয়**। ডাব খাওয়া প্রসঙ্গে **চৈত্র মাসের** উল্লেখ আছে কারণ বড় তপ্ত।
    - **ডাব পাড়ার নিয়ম:** আম্রের ন্যায়, ডাবকেও **বরফ-জলে** রাখিয়া শীতল করিও—মিষ্ট কথায় আয়ত্ত না করতে পারলে **কড়া কথায়** করিও।
- **নারিকেলের চারিটি সামগ্রীর সঙ্গে নারীর তুলনা:**

নারিকেলের সামগ্রী	নারীর গুণ/বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
১. জল	স্নেহ	বড় স্নিগ্ধকর। **ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়**। (এ প্রসঙ্গে **রামার মায়ের** উদাহরণ আছে—রামার মা ঝুনো হলে রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল)।
২. শস্য	বুদ্ধি	ডাবের অবস্থায় সুমিষ্ট, কিন্তু ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, তখন ইহাকে **গৃহিণীপনা** বলে। **"গৃহিণীপনা রসাল বটে কিন্তু দাঁত বসে না"**।
৩. মালা	বিদ্যা	কখনও **আধখানা বৈ পূরা** দেখিতে পাওয়া যায় না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। **মেরি সমরবিল্** বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, **জেন অষ্টেন, জর্জ এলিয়ট** উপন্যাস লিখেছেন—সবই **মালার মাপে**।
৪. ছোবড়া	রূপ	বড় **অসার** এবং **বাহ্যিক অংশ**। ছোবড়ার তৈরি কাছিতে **জগন্নাথের রথ টানা যায়** যেমন, তেমন স্ত্রীলোক তার রূপের কাছিতে কত ভারী ভারী **মনোরথ টানে**।

- **আহরণের অসুবিধা:** নারিকেল পাড়তে গেলে হয় **নিজের পায়ে দড়ি বেঁধে গাছে উঠতে হয়**, না হয় **ডোমকে খোশামোদ** করতে হয়।
- **কমলাকান্তের সিদ্ধান্ত:** কমলাকান্ত বলেন, **পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ**। তাই নারিকেল ফলটি **ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরকে** দিলেন।

৪. দেশহিতৈষী: শিমুল ফুল

কমলাকান্ত এ যুগের **দেশ হিতৈষীদের শিমুল ফুল** ভাবেন।

- **শোভা:** ফুল ফুটিলে **দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে**।
- **অসারতা:** ফুলে **গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই**।
- **ফল:** ফল ধরলে **চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে**; তাহার ভিতর হইতে খানিক **তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে**।

৫. অধ্যাপক ব্রাহ্মণ: ধুতূরা ফল

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের **ধুতূরা ফুল**।

- **ফুল: বড়-বড়-লম্বা-লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে**, তাহাদিগের অতি **সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়**।
- **ফল:** ফলের বেলা **কণ্টকময় ধুতূরা**।
- **কার্যকারিতা:** ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। বঙ্গীয় লেখকেরা প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে **বচন-ধুতুরার বীচি** সাজিয়া পাঠকের **নেশা জমাইয়া তোলে**।

৬. লেখক: তেঁতুল

কথক কমলাকান্ত লেখককে **তেঁতুল** বলে গণেন।

- **সম্পত্তি:** তেঁতুলের **নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে**, কিন্তু **দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে**।
- **গুণ:** গুণের মধ্যে কেবল **অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল**।
- **সমালোচনা: তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভালো**।

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

- **ব্যাধি:** অল্প খেলে **অজীর্ণ** হয় এবং বেশি খেলে **অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন** হয়।
- **তুলনা:** পদী পিসী (কুলীনের মেয়ে, তেঁতুলের মাছ ছাড়া রাঁধতে জানে না) এবং **ফয়জু খানসামা** (জাতিতে নেড়ে, রাঁধে অমৃত)।

৭. দেশী হাকিম: কুষ্মাণ্ড

দেশি হাকিমেরা পৃথিবীর **কুষ্মাণ্ড**।

- **উন্নতি:** যদি **চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন** —নহিলে **মাটিতে গড়াগড়ি** যান।
- **স্থায়িত্ব:** একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া **ভূমে গড়াগড়ি**।
- **প্রকারভেদ: দেশি কুমড়া** আর **বিলাতি কুমড়া**। **বিলাতি কুমড়ার গৌরব অধিক** (যেমন দেশি মুচির ইংরেজি জুতা)।

৮. চূড়ান্ত ফল: কমলাকান্ত চক্রবর্তী

সংসার উদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে **সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী**।

VI. অতিরিক্ত তথ্যের চার্ট

বিষয়বস্তু	বিবরণ
কমলাকান্তের পছন্দ	কাঁঠাল ভেঙে **উত্তম নির্জল দুধের ক্ষীর** তৈরি করে কমলাকান্তের ন্যায় **সুব্রাহ্মণকে** ভোজন করানোই ভালো।
যুবতী ও মাকাল ফল	**কটুভাষীরা** মাকাল ফলকে যুবতীগণের অনুরূপ বলেন, কিন্তু কমলাকান্ত তাদের ভৃত্যস্বরূপ হয়ে তা বলবেন না।
ডোম ও নারিকেল	নারিকেল পাড়তে গেলে হয় পায়ে দড়ি বেঁধে গাছে উঠতে হয়, অথবা **ডোমকে খোশামোদ** করতে হয়।
কমলাকান্তের ভয়	যদি নারিকেল ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়েই তিনি নারিকেল আহরণ করেন না। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

VII. প্রবন্ধ থেকে আসা বিগত বছরের প্রশ্নের আভাস

প্রবন্ধের চরিত্র ও বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে:

- প্রবন্ধটি **'কমলাকান্তের দপ্তর'** এর অন্তর্গত হওয়ায় এর স্থান নির্ণয় (দ্বিতীয় প্রবন্ধ) গুরুত্বপূর্ণ।
- ফলের রূপকগুলি (কাঁঠাল, আম্র, নারিকেল) এবং তাদের সঙ্গে তুলনীয় সামাজিক শ্রেণী (শৃগাল, মাছি, দেশী হাকিম) সংক্রান্ত **মিল নির্ণয়** বা **উদ্ধৃতি** আসতে পারে।
- নারিকেল সংক্রান্ত উদ্ধৃতি, যেমন—**"গৃহিণীপনা রসাল বটে কিন্তু দাঁত বসে না"** বা নারীর বিদ্যা সম্পর্কে **"দুই মালার মাপে"** এই মন্তব্যগুলি আসতে পারে।

বড়বাজার

I. প্রবন্ধের প্রকাশনা সংক্রান্ত ও বাহ্যিক তথ্য

তথ্যক্ষেত্র	বিবরণ
প্রবন্ধের গ্রন্থ	এটি **'কমলাকান্তের দপ্তর'** প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত।
লেখক	**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**।
বক্তা	**কমলাকান্ত চক্রবর্তী**।
গ্রন্থের অবস্থান	প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত।
মূল বক্তব্য	**মানবচরিত্রের ভীষণ স্বার্থপরতা** এবং বিশ্বকে একটি **মূল্যভিত্তিক বাজার** হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

II. প্রবন্ধের প্রথম এবং শেষ লাইন

অংশ	লাইন
প্রথম লাইন	**প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি, তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি।**
শেষ লাইন	**প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"**

III. সংক্ষিপ্তসার

এই প্রবন্ধটি কমলাকান্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত একটি তীব্র সামাজিক ব্যঙ্গ। প্রবন্ধের শুরুতেই **প্রসন্ন গোয়ালিনী** কমলাকান্তের নিকট পূর্বে বিনামূল্যে দেওয়া দুধ, দইয়ের **মূল্য** দাবি করলে, কমলাকান্ত **মানবচরিত্রের ভীষণ স্বার্থপরতা** এবং *ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি* সবই যে বৃথা গল্প—**আকাশকুসুম! ছায়াবাজি!**—এই সত্য উপলব্ধি করেন।

মনের দুঃখে কমলাকান্ত আফিমের মাত্রা চড়াইয়া **জ্ঞাননেত্র ফুটিল** এবং তিনি দেখলেন এই **বিশ্বসংসার, একটি বৃহৎ বাজার**। জীবনের এই বাজারে সকলেই **সস্তা খুরিদের অবিরত চেষ্টায়** রদি মাল পাচার করতে ব্যস্ত। কমলাকান্ত তখন এই *ভবের বাজারে* যাত্রা শুরু করে **রূপ, বিদ্যা, সাহিত্য, যশ** এবং **বিচার** সহ সমাজের নয়টি প্রধান ক্ষেত্রের দোকান ও বিক্রেতাদের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দেন।

পর্যটন শেষে, কমলাকান্ত বুঝতে পারেন যে তিনিও একজন বিক্রেতা—**দইয়েহাটা**য় তিনি **দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে**—এবং তিনি নিজেও এই বাজারের অংশ।

IV. প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও যুক্তির পথ

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নিম্নলিখিত যুক্তি ও পথের মাধ্যমে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছান:

সাময়িকপত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নবজাগরণ, ধর্মসংস্কার এবং জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী' কেবল একটি পত্রিকা নয়, এটি ছিল বাঙালি সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, একসময় এটিই ছিল "বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা"।

১. সাধারণ পরিচিতি ও প্রকাশকাল

- **প্রতিষ্ঠাতা:** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- **প্রকাশক:** তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, আদি নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা')।
- **প্রথম প্রকাশ:** ১৬ আগস্ট, ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ (বাংলা: ১ ভাদ্র, ১৭৬৫ শকাব্দ)।
- **পত্রিকার ধরন:** মাসিক পত্রিকা।
- **স্থান:** কলকাতা (হেদুয়া পুকুরের নিকটবর্তী বাঁশতলা গলি এবং পরে অন্যান্য স্থান)।
- **মুদ্রক/প্রেস:** তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র (হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানেও মুদ্রিত হয়েছে)।
- **মূল্য:** বার্ষিক ২ টাকা, অগ্রিম ১ টাকা। পরে বার্ষিক ৩ টাকা (সডাক) করা হয়।
- **স্থায়িত্বকাল:** ১৮৪৩ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত)। প্রদত্ত সোর্স অনুযায়ী ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮০ বছর এর সগৌরব ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. আদর্শ ও উদ্দেশ্য

পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটে ঋগ্বেদ থেকে একটি শ্লোক মুদ্রিত থাকত— *"ওঁ যদেতদহৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব..."*। এছাড়া সোর্স ২ অনুযায়ী এর একটি মূলমন্ত্র বা হেডার ছিল— **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**।

প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

- ১. **ধর্ম প্রচার:** ব্রাহ্মধর্ম ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলি প্রচার করা।
- ২. **জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা:** অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় এটি কেবল ধর্মীয় পত্রিকা থাকেনি; বরং সাহিত্য, বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, শরীরতত্ত্ব), ইতিহাস, ও পুরাতত্ত্ব চর্চার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে।
- ৩. **সমাজ সংস্কার:** বিধবা বিবাহ সমর্থন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার।
- ৪. **কৃষক ও প্রজা কল্যাণ:** নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ এবং কৃষকদের দুরাবস্থা তুলে ধরা।

৩. সম্পাদক ও তাঁদের কার্যকাল (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

সম্পাদকদের ক্রম নিচে দেওয়া হলো:

ক্রম	সম্পাদকের নাম	কার্যকাল	বিশেষ তথ্য
১	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪৩ – ১৮৫৪ (১৮৫৫ পর্যন্ত নাম ছিল)	**প্রথম সম্পাদক।** প্রায় ১২ বছর সম্পাদনা করেন। তাঁর সময়েই পত্রিকা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। বেতন: প্রথমে ৩০ টাকা, পরে ৬০ টাকা।
২	নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫৫	অক্ষয়কুমারের পর সাময়িক দায়িত্ব পালন করেন।
৩	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৫৯ – ১৮৬২	দেবেন্দ্রনাথের পুত্র।
৪	অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১৮৬৫ – ১৮৬৮	প্রথম পর্যায়।
৫	হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৮৬৯ – ১৮৭২	প্রথম পর্যায়।
৬	অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১৮৭২ – ১৮৭৭	দ্বিতীয় পর্যায়।
৭	হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৮৭৭ – ১৮৮৪	দ্বিতীয় পর্যায়।
৮	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮৪ – ১৯০৮	দীর্ঘ ২৪ বছর সম্পাদনা করেন।
৯	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১০ – ১৯১৫	(১৩১৭-১৩২২ বঙ্গাব্দ) ৫ বছর সম্পাদনা করেন।
১০	ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১৫ – ১৯২৩ (চলমান)	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় এবং পরে এককভাবে।

- **বিশেষ নোট:** আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশের পর **প্রতাপচন্দ্র ঘোষ** এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন—এই তথ্যটি শুদ্ধ।

৪. 'পেপার কমিটি' (Paper Committee)

পত্রিকার মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য ১৭৭০ শকে (১৮৪৮ খ্রি:) একটি 'পেপার কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির অনুমোদন ছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত কোনো লেখা ছাপাতে পারতেন না।

- **সদস্যবৃন্দ:** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ সরকার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (তর্কবাগীশ)।
- **বিদ্যাসাগরের ভূমিকা:** বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধগুলির ভাষা সংশোধন করে দিতেন, ফলে গদ্যরীতি মার্জিত হতো।

৫. প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১ ভাদ্র, ১৭৬৫ শক) মোট ৫টি
বিষয় ছিল:

১. পত্রিকা প্রকাশের তাৎপর্য।
২. রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উপদেশ (১৭৬৫ শকের ৮ই বৈশাখ প্রদত্ত)।
৩. দ্বিতীয় উপদেশ (১লা জ্যৈষ্ঠ প্রদত্ত)।
৪. তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিবরণ।
৫. রাজা রামমোহন রায় কৃত 'বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের' ভূমিকা।

৬. বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশিত কালজয়ী রচনা

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

ইউনিট ৮ – রবীন্দ্রসাহিত্য

চিত্রা কাব্য

প্রথম প্রকাশ: ১১ মার্চ ১৮৯৬ (২৩ ফাল্গুন, বুধবার ১৩০২) উৎসর্গ: কাউকেই করা হয় নি কবিতা সংখ্যা:৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা কাব্য' সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য

নির্দেশিকা	প্রয়োজনীয় তথ্য
১. তথ্য ও প্রকাশনা	◇ **প্রথম প্রকাশ:** *১১ মার্চ ১৮৯৬* (২৩ ফাল্গুন, বুধবার ১৩০২ বঙ্গাব্দ)। ◇ **প্রকাশক:** শ্রীকালীদাস চক্রবর্তী কর্তৃক আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ◇ **উৎসর্গ:** কাউকেই করা হয় নি। ◇ **কবিতা সংখ্যা:** প্রথম সংস্করণে ৩৫টি কবিতা ছিল। বিশ্বভারতীর *'রবীন্দ্ররচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে* (মাঘ ১৩৪৭) প্রকাশিত হওয়ার সময় কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় **৩৯টি**। ◇ **দ্বিতীয় সংস্করণ:** পরের বছর (আশ্বিন ১৩০৩) বইটি পুনর্মুদ্রিত হয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত *'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে*। এতে কবিতার সংখ্যা ৪৭টি হয়—বাদ যায় 'নীরব তন্ত্রী' এবং যুক্ত হয় ৪টি কবিতা (*স্নেহস্মৃতি, নববর্ষ, দুঃসময় ও ব্যাঘাত*) ও ৯টি গান। ◇ **বিশেষ কবিতা:** *'সুখ'* কবিতাটি প্রথমে *'সোনার তরী'* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ছিল, পরে *'চিত্রা'* কাব্যে গৃহীত হয়। ◇ *'চিত্রা'* কাব্যের **২০টি কবিতা** *সঞ্চয়িতাতে* গৃহীত হয়েছে। ◇ **রচনা স্থান ও সময়:** সুখ (১৩ চৈত্র ১২৯৯) ছাড়া বাকি সমস্ত কবিতা *১৩০০ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের* মধ্যে লেখা। অধিকাংশ কবিতা **পদ্মপাড়ে রামপুর, বোয়ালিয়া, জোড়াসাঁকো, পতিসর-শিলাইদহে** বসে লেখা। ◇ **পত্রিকায় প্রকাশ:** গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে *১৫টি* কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে ১টি *ভারতী'তে* এবং ১৪টি *'সাধনা'তে*। ◇ **অনুবাদ:** কবি নিজে *২২টি* কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।
অন্যান্য তথ্য	◇ **রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য:** এই কাব্যের শুরুতে (শ্রাবণ ১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, *নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি*, এই *ভ্রষ্টতা* মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন *চিত্রার* কবিতায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি *'চিত্রা'* কাব্যে সমস্ত ভালোবাসা ও সৌন্দর্য যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করেছেন, **যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক**, তাঁহাকেই বন্দনা ও বর্ণনা করেছেন। ◇ **সমালোচকের অভিমত:** চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, *'চিত্রা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে কবির মনে সৌন্দর্যপূজার এবং মহাজীবন লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।'*। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: *'চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ-জীবনের মত দুইদিকে প্রসার লাভ করিতেছে। একদিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে, অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ, রাজনীতি সৌন্দর্যতত্ত্ব— নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।'*।

- রবীন্দ্রনাথ চিত্রার কবিতাগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখতেন।
- 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের একটি সূচনা অংশ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন শ্রাবণ ১৩৪৭। সেখানে যে যে বিষয়গুলো তিনি বলেছেন সেগুলো হল –
    - নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কিনা এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে।
    - বিভিন্ন কবিতার বিষয় সম্পর্কে তার মত –
        - 'এবার ফিরাও মোরে' - কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে।
        - 'আবেদন' - কবিতায় ঠিক তারই উলটো কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।
        - 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য' 'দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার।
        - 'স্বর্গ হইতে বিদায়' - এখানে সুর নেমেছে ঊর্ধ্বলোক থেকে মর্তের পথে।
        - 'প্রেমের অভিষেক' - এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম।
        - 'যেতে নাহি দিব' - কবিতায় বাঙালি ঘরের ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকে কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হই নি, হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে।
    - 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছে। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছে।
- 'চিত্রা' কাব্যের ১৫ টি কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১টি ভারতী'তে বাকী ১৪ টি 'সাধনা'তে।
- চিত্রা কাব্যের ২২ টি কবিতা কবি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। পরে অবশ্য উইলিয়াম রাদিচে, কেতকী কুশারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ চিত্রার বিভিন্ন কবিতা অনুবাদ করেন।
- কবিতাগুলো অধিকাংশ লেখা হয়েছে পদ্মপাড়ে রামপুর, বোয়ালিয়া, জোড়াসাঁকো, পতিসর-শিলাইদহে বসে। সুখ। (১৩ চৈত্র ১২৯৯) ছাড়া বাকি সমস্ত কবিতা ১৩০০ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা।
- 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর রচনাকাল এবং রচনাস্থান নীচে তুলে ধরা হল –

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

কবিতা	রচনার স্থান	রচনাকাল	পত্রিকা	পত্রিকায় প্রকাশ	কবিতার বিষয়
চিত্রা	-	১৮ অগ্র. ১৩০২			আত্ম সন্ধান মূলক
সুখ	রামপুর, বোয়ালিয়া	১৩ চৈত্র ১২৯৯	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০	
জ্যোৎস্নারাত্রে	-	রাত্রি, ৫-৬ মাঘ ১৩০০	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২	
প্রেমের অভিষেক	জোড়াসাঁকো	১৪ মাঘ ১৩০০	সাধনা	ফাল্গুন ১৩০০	
সন্ধ্যা	পতিসর	সন্ধ্যা, ৯ ফাল্গুন ১৩০০	সাধনা	মাঘ ১৩০১	
এবার ফিরাও মোরে	রামপুর বোয়ালিয়া	২৩ ফাল্গুন ১৩০০	সাধনা	চৈত্র ১৩০০	বিবৃতিমূলক
স্নেহস্মৃতি	জোড়াসাঁকো	বর্ষশেষ ১৩০০	ভারতী	কার্তিক ১৩০২	
নববর্ষে	জোড়াসাঁকো	নববর্ষ ১৩০১	সাধনা	বৈশাখ ১৩০১	
দুঃসময়	জোড়াসাঁকো	৫ বৈশাখ ১৩০১			
মৃত্যুর পরে	জোড়াসাঁকো	৫ বৈশাখ ১৩০১	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ ১৩০১	
ব্যাঘাত	জোড়াসাঁকো	৬ জৈষ্ঠ ১৩০১			
অন্তর্যামী		ভাদ্র ১৩০১	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০	আত্ম সন্ধান মূলক
সাধনা		৪ কার্তিক ১৩০১	সাধনা	অগ্রহায়ণ ১৩০১	
ব্রাহ্মণ	শিলাইদহ	৭ ফাল্গুন ১৩০১	সাধনা	ফাল্গুন ১৩০১	চিত্র প্রদর্শন মূলক
পুরাতন ভৃত্য	শিলাইদহ	১২ ফাল্গুন ১৩০১	সাধনা	চৈত্র ১৩০১	
দুই বিঘা জমি		৩১ জৈষ্ঠ ১৩০২	সাধনা	আষাঢ় ১৩০২	
শীতে ও বসন্তে		১৮ আষাঢ় ১৩০২	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০২	ব্যঙ্গাত্মক
নগরসংগীত		-	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২	ব্যঙ্গাত্মক
পূর্ণিমা		১৬ অগ্র, ১৩০২			
আবেদন	বোট, শিলাইদহ-অভিমুখে	২২ অগ্র, ১৩০২			নাটকের আঙ্গিক
উর্বশী	বোট, শিলাইদহ-অভিমুখে	২৩ অগ্র, ১৩০২			
স্বর্গ হইতে বিদায়	শিলাইদহ	২৪ অগ্র. ১৩০২			বিবৃতিমূলক
দিনশেষে	শিলাইদহ	২৮ অগ্র. ১৩০২			
সান্তনা	শিলাইদহ	২৯ অগ্র. ১৩০২			
শেষ উপহার		১ পৌষ ১৩০২			
বিজয়িনী		১ মাঘ ১৩০২			চিত্রপ্রদর্শন
গৃহশত্রু		১৫ মাঘ ১৩০২			
মরীচিকা		১৬ মাঘ১৩০২			
উৎসব		২২ মাঘ ১৩০২			
প্রস্তরমূর্তি		২৪ মাঘ ১৩০২			
নারীর দান		২৫ মাঘ ১৩০২			গীতিকাব্য ধর্মী
জীবনদেবতা		২৯ মাঘ ১৩০২			আত্ম সন্ধান মূলক
রাত্রে ও প্রভাতে		১ ফাল্গুন ১৩০২			চিত্রপ্রদর্শন মূলক
১৪০০ সাল		২ ফাল্লন ১৩০২			
নীরব তন্ত্রী		৪ ফাল্গুন ১৩০২			
দুরাকাঙ্খা		৪ ফাল্গুন ১৩০২			প্রশ্নোত্তর ধর্মী
প্রৌঢ়		৭ ফাল্গুন ১৩০২			গীতিকাব্য ধর্মী
ধূলি		১৫ ফাল্গুন ১৩০২			গীতিকাব্য ধর্মী
সিন্ধুপারে	শিলাইদহ	২০ ফাল্গুন ১৩০২			রূপকথা ধর্মী

- ‘চিত্রা’ কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য –
  - সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্য আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি, যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। - (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্রের অংশ বিশেষ)।
  - ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই; তিনি বিশেষ রূপে আমার, অনাদি, অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার

জীবনস্মৃতি

গ্রন্থাকারে প্রকাশ: ১৩১৯ প্রথম প্রকাশ: প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮-শ্রাবণ ১৩১৯ মোট প্রবন্ধ : ৪৪ টি

প্রবন্ধের প্রকাশনা সংক্রান্ত এবং বাহ্যিক তথ্য

- গ্রন্থাকারে প্রকাশ: ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রিঃ জুলাই মাসে)
- প্রথম প্রকাশ (ধারাবাহিক): *প্রবাসী* পত্রিকা, ভাদ্র ১৩১৮ - শ্রাবণ ১৩১৯
- মোট প্রবন্ধ সংখ্যা: ৪৪ টি
- বিষয়বস্তু: রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিচারণা। এই গ্রন্থে জীবনের প্রথম ২৫ বছরের স্মৃতিচারণ আছে।
- প্রথম প্রকাশক: নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস)।
- পাণ্ডুলিপি: বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে তিনটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (অভিজ্ঞান সংখ্যা - ১৪৬(১), ১৪৬(২), ১৪৬(৩))। সীতাদেবী এই পাণ্ডুলিপি উপহার দেন।
- শ্রবণ: ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৩ ও ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অভ্যাগতদের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনান।
- প্রথম পাঠক: যামিনীকান্ত সেন।
- ইংরেজি অনুবাদ: ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, নাম: 'My Reminiscences', *The Modern Review* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- লেখার অনুরোধ: *প্রবাসী* পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধেও তিনি লেখেন।
- গ্রন্থের উদ্দেশ্য: রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থকে জীবনবৃত্তান্ত বলতে চাননি, সাহিত্যের সামগ্রী বলেছেন।
- প্রচ্ছদ: গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন নন্দলাল বসু (পদ্ম ফুলের পাপড়ি খসার ছবি)। বর্তমানে বিশ্বভারতী সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৭৭ সালে আঁকা পেন্সিল স্কেচ আছে।

সংক্ষিপ্তসার: ভূমিকা (সূচনা)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকায় স্পষ্ট করেছেন যে এই রচনা জীবনের ইতিহাস নয়, বরং স্মৃতির পটে আঁকা জীবনের ছবি। এক অদৃশ্য চিত্রকর নিজের অভিরুচি অনুযায়ী কোনো কিছু বাদ দিয়ে বা বড়োকে ছোটো করে সেই ছবি আঁকেন। সাহিত্যের আদর কেবল বিষয়ের মর্যাদার উপর নির্ভর করে না; যা ভালো করে অনুভব করা হয়েছে, তাকে অনুভবগম্য করে তুলতে পারলেই তার আদর থাকে। এই স্মৃতিচিত্রগুলি সাহিত্যের সামগ্রী; ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করা ভুল হবে।

➢ জীবনস্মৃতির প্রবন্ধ –

অধ্যায়	নাম	অধ্যায়	নাম
প্রথম অধ্যায়	শিক্ষারম্ভ	চতুর্বিংশ অধ্যায়	বিলাত
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঘর ও বাহির	পঞ্চবিংশ অধ্যায়	লোকেন পালিত
তৃতীয় অধ্যায়	ভৃত্যরাজক তন্ত্র	ষড়বিংশ অধ্যায়	ভগ্নহৃদয়
চতুর্থ অধ্যায়	নর্মাল স্কুল	সপ্তবিংশ অধ্যায়	বিলাতি সংগীত
পঞ্চম অধ্যায়	কবিতা-রচনারম্ভ	অষ্টবিংশ অধ্যায়	বাল্মিকীপ্রতিভা
ষষ্ঠ অধ্যায়	নানা বিদ্যার আয়োজন	উনত্রিংশ অধ্যায়	সন্ধ্যাসংগীত
সপ্তম অধ্যায়	বাহিরে যাত্রা	ত্রিংশ অধ্যায়	গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ
অষ্টম অধ্যায়	কাব্যরচনাচর্চা	একত্রিংশতম অধ্যায়	গঙ্গাতীর
নবম অধ্যায়	শ্রীকণ্ঠবাবু	দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়	প্রিয়বাবু
দশম অধ্যায়	বাংলাশিক্ষার অবসান	ত্রয়োত্রিংশত্তম অধ্যায়	প্রভাতসঙ্গীত
একাদশ অধ্যায়	পিতৃদেব	চতুত্রিংশত্তম অধ্যায়	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
দ্বাদশ অধ্যায়	হিমালয়যাত্রা	পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়	কারোয়ার
ত্রয়োদশ অধ্যায়	প্রত্যাবর্তন	ষড়ত্রিংশত্তম অধ্যায়	প্রকৃতির প্রতিশোধ
চতুর্দশ অধ্যায়	ঘরের পড়া	সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়	ছবি ও গান
পঞ্চদশ অধ্যায়	বাড়ির আবহাওয়া	অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়	বালক
ষোড়শ অধ্যায়	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী	উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র
সপ্তদশ অধ্যায়	গীতচর্চা	চত্বারিংশত্তম অধ্যায়	জাহাজের খোল
অষ্টাদশ অধ্যায়	সাহিত্যের সঙ্গী	একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়	মৃত্যুশোক
উনবিংশ অধ্যায়	রচনাপ্রকাশ	দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়	বর্ষা ও শরৎ
বিংশ অধ্যায়	ভানুসিংহের কবিতা	ত্রয়োচত্বারিংশত্তম অধ্যায়	শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
একবিংশ অধ্যায়	স্বাদেশিকতা	চতুচত্বারিংশত্তম অধ্যায়	কড়ি ও কোমল
দ্বাবিংশ অধ্যায়	ভারতী		
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	আমেদাবাদ		

চরিত্র পরিচিতি এবং উল্লিখিত তথ্য

চরিত্র/ব্যক্তি	**পরিচয়/বিশেষ তথ্য**

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্মৃতিকথার কথক ও প্রধান চরিত্র। তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি এটি। তাঁর মতে জীবনস্মৃতি জীবনের ইতিহাস নয়, বরং অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বাল্যকালে একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন।
সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	কবির ভাগিনেয়, সোমেন্দ্রনাথ ও কবির সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছেন। তিনি বালক কবিকে ভয় দেখাতে 'পুলিসম্যান' বলে ডাকতেন।
মানবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাল্যকালে কবিদের গুরুমহাশয়।
কৈলাস মুখুজ্যে	কবির বাড়ির পুরোনো খাজাঞ্চি, দ্রুতবেগে ছড়া বলে কবির মনোরঞ্জন করতেন এবং ঘরের আত্মীয়ের মতো ছিলেন।
শুভঙ্করী দেবী	কবির দিদিমা। রামায়ণের করুণ বর্ণনায় কবির চোখে জল দেখে দিদিমা জোর করে বইটি কেড়ে নিয়েছিলেন।
নেয়ামত খলিফা	কবির বাড়ির দরজি।
শ্যাম	বালক কবিকে দেখাশোনা করা চাকর। তার বাড়ি খুলনা জেলায়, শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল। সে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কেটে কবিকে তার বাইরে যেতে নিষেধ করত।
ঈশ্বর	কবিদের এক ভৃত্য, পূর্বে গুরুমশায়গিরি করত। শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি বরানগরকে বরাহনগর বলতেন এবং 'বসে আছেন' না বলে 'অপেক্ষা করছেন' বলতেন। তিনি আফিম খেতেন।
কিশোরী চাটুজ্জে (কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়)	কবির পিতার অনুচর। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গীদের দাশু রায়ের পাঁচালী গেয়ে শোনাতেন। তিনি এককালে পাঁচালীর দলের গায়ক ছিলেন।
নীলকমল ঘোষাল	নর্মাল স্কুলের শিক্ষক। সকাল ৬ টা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়াতেন। কবি তাঁকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মত মনে করতেন।
অঘোরবাবু	ইংরেজি পড়ানোর মাস্টার, মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসতেন। একবার ছাত্রদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তাঁর মাথা ভেঙেছিল।
বিষ্ণু	রবিবার সকালে যার কাছে গান শিখতে হত।
সীতানাথ দত্ত	যন্ত্রতন্ত্র যোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।।
হেরম্ব তত্ত্বরত্ন	মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাতেন।
ফাদার ডি পেনেরান্ডা	সেন্টজেভিয়ার্সের স্পেনীয় অধ্যাপক। তাঁর ক্লাসে কবি অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন।
ফাদার হেনরি	সেন্টজেভিয়ার্সের প্রাচীন অধ্যাপক, ছাত্ররা ভালোবাসত। তিনি বাংলা জানতেন এবং 'নীরদ' শব্দের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন।
জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র। বাড়িতে শিক্ষক ছিলেন। তিনি কবিকে বাংলায় অর্থ করে কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথ পড়াতেন।
রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়	সংস্কৃত পড়াতেন। কবিকে বিদ্যাসাগরের কাছে ম্যাকবেথের তর্জমা করে শোনানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বিদ্যাসাগরের কাছে ম্যাকবেথের তর্জমা শোনানোর সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবিকে ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের অদ্ভুত বিশেষত্ব রাখার উপদেশ দেন।
শ্রীকণ্ঠবাবু	কবির এমন শ্রোতা যিনি আর পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধ, সুপক্ক বোম্বাই আমের মতো। ফারসি-পড়া রসিক মানুষ। তাঁর বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে ছিল সেতার, কণ্ঠে গান। তিনি পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন।
ব্রজবাবু	জ্ঞানবাবুর পর শিক্ষক। গোল্ডস্মিথের ভিকর অফ ওয়েকফীল্ড থেকে তর্জমা করতে দিয়েছিলেন। মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। অহিংস্রক শিকারিদের প্রধান উৎসাহী ছিলেন।
বউঠাকুরানী (কাদম্বরী দেবী)	কবির বৌঠাকুরানী, সাহিত্যে প্রবল অনুরাগ ছিল। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের উপরে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। বিহারীলালের কবিতা ভালোবাসতেন। কবির মাতৃহীনতার পর তিনিই বালকদের ভার নেন। তিনি এবং ছেলেরা তখন বিলাতে ছিলেন।
বিহারীলাল চক্রবর্তী	তাঁর 'সারদামঙ্গল-সংগীত' আর্যদর্শন পত্রে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। কবির বৌঠাকরুণ তাঁর কাব্যের মাধুর্যে মুগ্ধ ছিলেন।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির মেজদাদা। তিনি বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করেছিলেন। তিনি বিলাতে কবিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। আমেদাবাদের জজ ছিলেন।
নবগোপাল মিত্র	হিন্দুমেলা নামক মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের এডিটার ছিলেন।
রাজনারায়ণ বসু	জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আয়োজিত স্বদেশি সভার সভাপতি ছিলেন। রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির বড়দাদা। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর রচয়িতা।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবির জ্যোতিদাদা। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করার সংকল্প করেন। স্বদেশী উদ্যোগের একজন প্রধান নেতা। 'বাল্মিকীপ্রতিভা'র সুরারোপে তাঁর অবদান ছিল।
লোকেন পালিত	বিলাতে কবির সহাধ্যায়ী বন্ধু। কবির চেয়ে চার বছরের ছোট। শব্দতত্ত্ব আলোচনা করতেন।
বীরচন্দ্র মাণিক্য	ত্রিপুরার মহারাজ। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য পড়ে মন্ত্রী পাঠিয়েছিলেন।
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী	জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তার প্রতি অনুরাগ ছিল। 'উদাসিনী' কাব্য লিখেছিলেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানে তাঁর অবদান ছিল।

জাহাজের খোল	দ্বাচত্বারিংশত্তম	জ্যোতিদাদা সাত হাজার টাকা দিয়ে জাহাজের খোল কিনে স্বদেশী জাহাজ চালানোর চেষ্টা করেন। এই উদ্যোগ নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা ছিল।
আশুতোষ চৌধুরী	ত্রয়োচত্বারিংশত্তম	দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার সময় জাহাজে প্রথম পরিচয়। তিনিই 'কড়ি ও কোমল'-এর সজ্জা ও প্রকাশের ভার নেন এবং 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' কবিতাটি প্রথমে বসানোর পরামর্শ দেন।

ভূমিকা (সূচনা)

• প্রথম লাইন: স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।

• মূল বক্তব্য: জীবনের ঘটনাধারা চললেও অন্তরের দিকে ছবি আঁকা চলে। চিত্রকর অভিরুচি অনুসারে বাদ দেয়, ছোটোকে বড়ো করে। সাহিত্যের স্থান তথ্যে নয়, বরং ভালো করে অনুভব করা জিনিসকে অনুভবগম্য করে তোলায়।

• চরিত্র পরিচিতি: অদৃশ্য চিত্রকর। লক্ষ্মণ ও সীতা (*উত্তররামচরিত* প্রসঙ্গে)।

১. শিক্ষারম্ভ

• সংক্ষিপ্তসার: বাল্যকালে গুরুমশাই মানবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে পড়া শুরু। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই ছড়াটিই কবির জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা। কৈলাস মুখুজ্যে ছড়া বলে মনোরঞ্জন করতেন, যার প্রধান নায়ক ছিলেন কবি এবং তাতে ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। কান্নার জোরে কবি অকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হন। সেখানে শিক্ষক চপেটাঘাতসহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন: "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে"। চাকরদের মহলের বই, বিশেষত চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটায়। দিদিমা শুভঙ্করী দেবী লব কুশ-এর করুণ বর্ণনা পাঠকালে চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখে জোর করে বইটি কেড়ে নিয়েছিলেন।

• প্রথম লাইন: আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতে ছিলাম।

• মূল প্রবন্ধের বিন্যাস:
  - তিনটি বালক (সোমেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ, কবি) একসঙ্গে মানুষ হচ্ছিলেন।
  - 'জল পড়ে পাতা নড়ে' — আদিকবির প্রথম কবিতা; মিল থাকার জন্যই কথাটি শেষ হয়েও শেষ হয় না।
  - খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যে (ঘরের আত্মীয়ের মতো, ভারি রসিক) দ্রুতবেগে ছড়া বলে মনোরঞ্জন করতেন, যা ভাবী নায়িকার সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল।
  - কান্নার জোরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি।
  - ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে স্লেট হাতে চাপিয়ে শাস্তি দেওয়ার কথা আছে।
  - চাকরদের মহলের বই (চাণক্যশ্লোক ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণ) ছিল সাহিত্যচর্চার উৎস।
  - তাঁর ভাগিনেয় সত্য 'পুলিসম্যান' বলে ভয় দেখাত।

• চরিত্র পরিচিতি: সোমেন্দ্রনাথ (দাদা), সত্যপ্রসাদ (ভাগিনেয়), মানবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গুরুমশাই)। কৈলাস মুখুজ্যে (খাজাঞ্চি, রসিক, প্ল্যাঞ্চেটে দেখা দেন)। দিদিমা শুভঙ্করী দেবী (মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি)।

২. ঘর ও বাহির

• সংক্ষিপ্তসার: শিশুকালে ভোগবিলাসের বিশেষ আয়োজন ছিল না। কবিকে চাকর শ্যাম দেখাশোনা করতেন। শ্যাম খড়ি দিয়ে কবির চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিত। এই বন্ধন থেকেই কবির মনে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণ জন্মে। বাড়ির ভিতরের বাগান কবির স্বর্গের বাগান ছিল। শহর ও গ্রামকে ভাই-ভগিনীর মতো তুলনা করা হয়েছে। বোধোদয় পাঠের সময়েই আকাশের নীল গোলকটি যে কোনো বাধামাত্র নয়, তা জেনে তিনি স্তম্ভিত হন।

• প্রথম লাইন: আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।

• মূল প্রবন্ধের বিন্যাস:
  - ১০ বছর বয়সের আগে কবি মোজা পরেননি; শীতকালে একটি সাদা জামার উপর আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। দরজি ছিলেন নেয়ামত খলিফা।
  - চাকর শ্যাম খড়ি দিয়ে কবির চারপাশে গণ্ডি কেটে দিত।
  - জানালার নিচে ঘাটবাঁধানো পুকুর, চীনা বট, নারকেলশ্রেণি ছিল তাঁর ছবির বহির মতো।
  - বট গাছকে উদ্দেশ করে লেখা কবিতা ('নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট')।
  - বদ্ধ ও মুক্ত জীবনের তুলনা ('খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে')।
  - নূতন বধূসমাগম হওয়ার পর ছাদে অবকাশের সঙ্গী রূপে প্রশ্রয় লাভ করেন।
  - ছাদ থেকে দেখা দৃশ্য: ভিতরের বাগান প্রান্তের নারকেলশ্রেণী, সিঙ্গির বাগান, তারা গয়লানীর গোয়ালঘর।
  - আনন্দের ভোজ অন্তরের অনুষ্ঠান।
  - বাড়ির উত্তর অংশে গোলাবাড়ি ছিল, যা শহরের সঙ্গে পল্লীর ভাই-ভগিনীর মতো চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হত।
  - আতার বিচি পুঁতে গাছ হওয়ার জন্য জল দিতেন।
  - বোধোদয় পাঠ: পণ্ডিতের মুখে আকাশের নীল গোলকটি কোনো বাধামাত্র নহে জেনে বিস্মিত হন।

• চরিত্র পরিচিতি: শ্যাম (চাকর), নেয়ামত খলিফা (দরজি)। নতুন বধূ (কাদম্বরী দেবী)। গণদাদা (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বাগানে খেলার শৈল (পাহাড়) তৈরি করতেন।

৩. ভৃত্যরাজক তন্ত্র

Copyright © 2026 BAIO LEARN TOGETHER. All Rights Reserved.